

17 SCOB [2023] HCD 57

HIGH COURT DIVISION

(দেওয়ানী রিভিশন অধিক্ষেত্র)

সিভিল রিভিশন নং ১২৮৯/ ২০২১

এ্যাডভোকেট ইমতিয়াজ মইনুল ইসলাম

বিগ বস কর্পোরেশন লিমিটেড

.... প্রতিপক্ষ-দরখাস্তকারীপক্ষে

.... প্রতিপক্ষ--দরখাস্তকারী

অনুপস্থিত

-বনাম-

..... আবেদনকারী-প্রতিবাদী পক্ষে

আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট (এডব্লিউটি)

.....আবেদনকারী-প্রতিবাদী

শুনানীর তারিখঃ ১৫.০৬.২০২২, ১৯.০৬.২০২২,
২৭.০৬.২০২২, ২৫.০৭.২০২২ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ
০৮.০৮.২০২২।

উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

Editors' Note:

এই মোকদ্দমায় প্রতিবাদীপক্ষ ১৮৮ দিন বিলম্ব মওকুফের প্রার্থণাসহ জেলা জজ আদালতে সালিশি আইনের ৪২ ধারা অনুসারে সালিশী রোয়েদাদ বাতিলের আবেদন করেন। আদালত তামাদি মওকুফ করে শুনানির জন্য দিন ধার্য করে। আদালতের আদেশে সংক্ষুদ্ধ হয়ে দরখাস্তকারীপক্ষ হাইকোর্ট বিভাগে অত্র সিভিল রিভিশন মোকদ্দমাটি দায়ের করলে আদালতের সামনে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, সালিসি আইন ২০০১ এর ৪২ ধারায় উল্লিখিত ৬০ (ষাট) দিন সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর কোন পক্ষ বিলম্ব মওকুফের আবেদনসহ সালিশী রোয়েদাদ বাতিলের আবেদন করলে আদালত কর্তৃক তা মঞ্জুরের আইনগত কোনো সুযোগ রয়েছে কি না? হাইকোর্ট বিভাগ সালিসি আইনের ৪২ ধারা এবং তামাদি আইনের ৫ ও ২৯ ধারা বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, বিশেষ আইনে ভিন্নতর তামাদির মেয়াদের বিধান সুনির্দিষ্ট থাকলে তামাদি আইনের ২৯(২) ধারা মোতাবেক তামাদি আইনের ৫ ধারা সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। পরিণামে হাইকোর্ট বিভাগ রুলটি চূড়ান্ত করে জেলা জজ আদালতের আদেশ বাতিল করে।

Key Words:

সালিশি আইন, ২০০১ এর ৪২ ধারা; তামাদি আইন ১৯০৮ এর ৫ ও ২৯ ধারা;

তামাদি আইনের ৫ ধারাঃ

ধারা ৫ সহজ সরল পাঠে এটি কাঁচের মত স্পষ্ট যে, কোন আপীল বা রায় পুনর্বিচার বা পুনরীক্ষণের দরখাস্ত বা আপীল করার অনুমতি প্রার্থনার দরখাস্ত বা অন্য কোন দরখাস্ত, যার উপর এই ধারা বর্তমানে কার্যকর অন্য কোন আইনের দ্বারা বা অধীনে প্রযোজ্য করা হয়, তার নির্দিষ্ট তামাদির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর গৃহীত হতে পারে, যদি আপীলকারী বা দরখাস্তকারী এই মর্মে আদালতকে সন্তুষ্ট করতে পারে যে, নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে আপীল দায়ের বা দরখাস্তটি দাখিল না করার যথেষ্ট কারণ ছিল। অর্থাৎ কোন আপীল দায়েরে, রায় পুনর্বিচার দায়েরে, পুননিরীক্ষণের দরখাস্ত দায়েরে আপীল করার অনুমতি প্রার্থনায় এবং অন্য কোন দরখাস্ত দায়েরে বর্তমানে কার্যকর কোন আইন দ্বারা বা কোন আইনের অধীন তামাদি আইনের ৫ ধারার বিধান প্রযোজ্য করা হলে তামাদির নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও আদালতের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে আপীল দায়ের বা দরখাস্ত গৃহীত হতে পারে।

(প্যারা ১৬, ১৭)

তামাদি আইন, ১৯০৮ এর ২৯ ধারাঃ

বিশেষ আইনে ভিন্নতর তামাদির মেয়াদের বিধান সুনির্দিষ্ট থাকলে তামাদি আইনের ধারা ২৯(২) মোতাবেক তামাদি আইনের ধারা ৫ প্রযোজ্য হবে নাঃ

কোন বিশেষ আইনে কোন মামলা, আপীল বা দরখাস্ত দাখিলের জন্য তামাদি আইন, ১৯০৮ এর প্রথম তফসিলে বর্ণিত নির্ধারিত মেয়াদ অপেক্ষা ভিন্নতর তামাদির মেয়াদের বিধান থাকলে, অর্থাৎ তামাদি আইনের প্রথম তফসিলে মামলা, আপীল বা দরখাস্ত দাখিলে যে মেয়াদ বা সময় দেওয়া সে মেয়াদ ও সময়ের পরিবর্তে ভিন্নতর তামাদির মেয়াদ বা সময় দেওয়া থাকলে তামাদি আইনের ২৯(২)(ক) মোতাবেক বিশেষ আইনের যে পরিমাণ সরাসরি বহির্ভূত না হবে সে পরিমাণ তামাদি আইনের ৪ ধারা,

তামাদি আইনের ৯ থেকে ১৮ ধারা এবং ২২ ধারার বিধান সমূহ প্রযোজ্য হবে এবং ২৯(২)(খ) মোতাবেক তামাদি আইনের ২৯(২)(ক) ধারার বিধান ব্যতীত তামাদি আইনের অবশিষ্ট বিধান সমূহ প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ বিশেষ আইনে ভিন্নতর তামাদির মেয়াদের বিধান সুনির্দিষ্ট থাকলে তামাদি আইনের ধারা ২৯(২) মোতাবেক তামাদি আইনের ধারা ৫ প্রযোজ্য হবে না।

(প্যারা ২০, ২১)

সালিশি আইন, ২০০১ এর ধারা ৪২ ও তামাদি আইনের ৫, ২৯(২) ধারাঃ

ধারা ৪২ সহজ সরল পাঠে এটি কাঁচের মত স্পষ্ট যে, সালিশী রোয়েদাদ প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংস্কৃত পক্ষকে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশী রোয়েদাদ বাতিলের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশি প্রদত্ত রোয়েদাদ ব্যতীত সালিশী আইন, ২০০১ এর অধীন প্রদত্ত সালিশী রোয়েদাদ বাতিলের ক্ষেত্রে জেলা জজ আদালতে আবেদন দাখিল করতে হবে। যেহেতু সালিশী আইন, ২০০১ এর ৪২ ধারার দরখাস্ত দায়েরে ৬০ (ষাট) দিন সময় প্রদত্ত হয়েছে সেহেতু তামাদি আইনের ২৯(২) ধারার বিধান মোতাবেক তামাদি আইনের ৫ ধারা প্রযোজ্য নয়। ফলে সালিশী আইন, ২০০১ এর ৪২ ধারায় বর্ণিত ৬০ (ষাট) দিন অতিবাহিত হওয়ার পর রোয়েদাদ বাতিলের দরখাস্ত আইন দ্বারা বারিত।

(প্যারা ২৩, ২৪)

রায়

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

১. প্রতিপক্ষ-দরখাস্তকারী কর্তৃক দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫(১) এর বিধান মোতাবেক দরখাস্ত দাখিলের প্রেক্ষিতে বিগত ইংরেজী ১৯.০৭.২০২১ তারিখে নিম্নবর্ণিতভাবে রুলটি ইস্যু করা হয়েছিলঃ

“এটি ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধি ধারা ১৫১(১) মোতাবেক দায়েরকৃত একটি সিভিল রিভিশন দরখাস্ত। বিবাদী-দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট ইমতিয়াজ মইনুল ইসলাম যুক্তিতর্ক উপস্থাপন পূর্বক প্রথমেই নিবেদন করেন যে, তর্কিত সালিশী রোয়েদাদ সংখ্যাগরিষ্ঠ সালিশকারী (৩ জন সালিশকারীর মধ্যে ২ জন) কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং ১ জন সালিশকারী স্বাক্ষর না করার কারণে রোয়েদাদে উল্লেখ করা হয়েছে বিধায় আলোচ্য সালিশী রোয়েদাদ সালিশি আইন, ২০০১ এর ৩৮(২) ধারা অনুযায়ী সম্পূর্ণ বৈধ একটি সালিশী রোয়েদাদ।

অপরদিকে, তামাদি আইন, ১৯০৮ এর ৫ ধারা মোতাবেক আপিল, রিভিউ, রিভিশন ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর হলেও যেকোন বিশেষ আইনের অধীন আপীল রিভিশন বা রিভিউর ক্ষেত্রে উক্ত আইন দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে বলা না থাকলে তামাদি আইন উক্ত বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না।

বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট ইমতিয়াজ মইনুল ইসলাম আরও নিবেদন করেন যে, সালিশি আইন, ২০০১ এর ৪২ ধারা মোতাবেক ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সালিশি রোয়েদাদ চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত সালিশী আইন, ২০০১ এর ৪২ ধারা মোতাবেক ৬০ (ষাট) দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তামাদি আইন ১৯০৮ এর ধারা ৫ মোতাবেক বিলম্ব মার্জনার সুযোগ প্রদান করা হয় নাই। কিন্তু বিজ্ঞ জেলা জজ, ঢাকা আইন ঘটিত ভুলের কারণে আরবিট্রেশন বিবিধ আবেদনটি দাখিলে তামাদি সময় মওকুফ করে আইনগত ভুল করেছেন।

উপরিলিখিত যুক্তিতর্কের সমর্থনে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট ৫২ ডি,এল,আর (এডি) ১৭৮; সিভিল আপিল নং- ১/১৯৮৪ এর রায়, ৬৪ ডি,এল,আর (২০১২) ২৪৫ সিদ্ধান্ত সমূহ উপস্থাপন করেন।

অত্র সিভিল রিভিশন দরখাস্ত এবং এর সাথে সংযুক্ত সকল সংযুক্তি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হলো। বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট ইমতিয়াজ মইনুল ইসলাম এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হলো।

নথি তলব করা হোক।

জেলা জজ, ঢাকা কর্তৃক আরবিট্রেশন বিবিধ আবেদন নং ১৬৬/২০২১-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৩.০৬.২০২১ তারিখের আদেশ কেন রদ ও রহিত করা হবে না এবং অত্র আদালত কর্তৃক সঠিক এবং যথাযথ মনে করলে আরও অন্যান্য বা অতিরিক্ত আদেশ বা আদেশসমূহ কেন প্রদান করা হবে না মর্মে প্রতিপক্ষের প্রতি কারণ দর্শানোপূর্বক রুল নিশি জারী করা হল।

অত্র রুলটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জেলা জজ, ঢাকা আদালতে বিচারাধীন আরবিট্রেশন বিবিধ আবেদন নং ১৬৬/২০২১ এর সকল কার্যক্রম আগামী ০৬ (ছয়) মাসের জন্য স্থগিত করা হল।

অদ্যকার তারিখ হতে ০৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে রুলটি জারী হয়ে ফেরতযোগ্য।

তলবানা ০২ (দুই) ফর্দ ০৩ (তিন) কর্ম দিবসের মধ্যে যার ০১ (এক) ফর্দ রেজিস্ট্রি ডাকযোগে এবং অন্য ফর্দ স্বাভাবিক নিয়মে দাখিল করার জন্য দরখাস্তকারীকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।”

২. অত্র রুলটি নিষ্পত্তির লক্ষ্য ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যেঃ-

আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর সাথে দরখাস্তকারী বিগ বস কর্পোরেশন লিমিটেডের বিগত ইংরেজী ২৭.১১.২০১৮ তারিখে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী “বিগ বস কর্পোরেশন লিমিটেড” সালিশী মোকদ্দমা নং- ০১/২০১৯ দায়ের করলে বিগত ইংরেজী ১৫.০৬.২০১৯ তারিখে উভয় পক্ষের সালিশকারীগণ (আরবিট্রেটরস) সালিশী ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানের সম্মুখে উপস্থিত থাকলে সালিশের কার্যক্রম উক্ত তারিখ থেকে শুরু হয়। অতঃপর “আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট” তথা সালিশী মোকদ্দমার ১ম পক্ষ সময়ের দরখাস্ত করলে সালিশী ট্রাইব্যুনাল তা মঞ্জুর করে এবং বিগত ইংরেজী ১৩.০৭.২০১৯ তারিখে শুনানীর পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ

করেন। কিন্তু বিগত ইংরেজী ১৩.০৭.২০১৯ তারিখে আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর পক্ষে কেউ উপস্থিত না থাকায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে সালিশী ট্রাইব্যুনাল সালিশী কার্যক্রম স্থগিত করে বিগত ইংরেজী ২৭.০৭.২০১৯ তারিখে নতুন শুনানীর তারিখ নির্ধারণ করেন। অতঃপর বিগত ইংরেজী ২৭.০৭.২০১৯ তারিখে আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর পক্ষে কেউ উপস্থিত না থাকায় পরবর্তী তারিখ বিগত ইংরেজী ০৯.০৮.২০১৯ নির্ধারণ করা হয়। অতঃপর আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট পক্ষের নিযুক্তিয় সালিশকারক বিগত ইংরেজী ২৯.০৭.২০১৯ তারিখে পত্রের মাধ্যমে সালিশী ট্রাইব্যুনালকে অবহিত করেন যে, তিনি ব্যক্তিগত কারণে সালিশকারক থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিবেন। অতঃপর বিগত ইংরেজী ০৯.০৮.২০১৯ তারিখ আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট উপস্থিত না থাকায় পরবর্তী শুনানীর তারিখ বিগত ইংরেজী ১৩.০৮.২০১৯ তারিখ নির্ধারণ করে ব্যর্থতায় একতরফা শুনানী হবে মর্মে আদেশ প্রদান করেন। অতঃপর বিগত ইংরেজী ১৩.৮.২০১৯ তারিখে আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট তথা প্রথম পক্ষ উপস্থিত না থাকায় সালিশী ট্রাইব্যুনাল মোকদ্দমাটি একতরফা শুনানী শেষ করেন এবং বিগত ইংরেজী ১৪.০৯.২০১৯ তারিখে সালিশী রোয়েদাদ প্রদানের জন্য দিন নির্ধারণ করেন এবং উক্ত দিন রোয়েদাদ প্রদান করেন। অতঃপর বিগত ইংরেজী ১৪.০৯.২০১৯ তারিখের রোয়েদাদ বাতিলের নিমিত্তে আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট তথা সালিশী মোকদ্দমা নং- ০১/২০১৯ এর প্রথম পক্ষ সালিশী আইন, ২০০১ এর ৪২ ও ৪৩ ধারার বিধান মতে দরখাস্ত দাখিল করলে দরখাস্তটি আরবিট্রেশন মিস কেইস নং- ১৬৬/২০২১ নাম্বারে নিবন্ধিত হয়। দরখাস্তটি দায়ে ১১৮ দিন বিলম্ব হওয়ায় বিলম্ব মওকুফের নিমিত্তে তামাদি আইনেও অপর একটি দরখাস্ত দাখিল করা হয়। বিজ্ঞ জেলা জজ, ঢাকা ১৮৮ দিন তামাদি মঞ্জুর করতঃ সালিশী আইন, ২০০১ এর ৪২ ও ৪৩ ধারার দরখাস্তটি শুনানীর জন্য গ্রহণ করেন এবং বিগত ইংরেজী ১৪.০৯.২০১৯ তারিখের রোয়েদাদ এর সকল কার্যক্রম পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত করেন। বিজ্ঞ জেলা জজ, ঢাকা কর্তৃক আরবিট্রেশন বিবিধ মোকদ্দমা নং- ১৬৬/২০২১-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৩.০৬.২০২১ তারিখের আদেশে সংশ্লিষ্ট হয়ে প্রতিপক্ষ অত্র সিভিল রিভিশন মোকদ্দমাটি দাখিল করে রুলটি প্রাপ্ত হন।

৩. প্রতিপক্ষ-দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট ইমতিয়াজ মইনুল ইসলাম অত্র সিভিল রিভিশন দরখাস্তের ০৬ থেকে ১০ নং প্যারা উপস্থাপন পূর্বক বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক প্রদান করেন। গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অত্র সিভিল রিভিশন দরখাস্তের ০৬ থেকে ১০ নং প্যারা নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

“06. That, admittedly there has been a delay of 188 days in filling the setting aside application under section 42 of the 2001 Act on 25.05.2021. Counting from the date of filling, admittedly, the respondent came to know about the award on 17.11.2020. The respondent sought condonation of 188 days and the Learned District Judge, Dhaka on 13.06.2021, vide his Order No. 2, condoned the said delay by applying section 5 of the 1908 Act. This Order is hereby impugned;

07. That is stated that an application under section 42 of the 2001 Act is the only application that can be preferred to set aside an arbitration award and the time to prefer such application is fixed to be 60 days from the date of knowledge/ receiving of the award. The respondent admitted this time limit by filing the application for condonation of delay and the only issue remaining to adjudicate is whether by applying section 5 of the 1908 Act, the learned Court can condone the said delay in filling an application under section 42 of the 2001 Act;

08. That, it is most humbly submitted that section 5 of the 1908 reads as:

“5. Any appeal or application for a revision or a review of judgment or for leave to appeal or any other application to which this section may be made application by or under any enactment for the time being in force may be admitted after the period of limitation prescribed therefor, when the appellant or applicant satisfied the Court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period.

Explanation- the fact that the appellant or applicant was misled by any order, practice or judgment of the High Court Division in

ascertaining or computing the prescribed period of limitation may be sufficient cause within the meaning of this section.”

*For plain reading of section 5 of the 1908 Act, it is conspicuously evident that in case of **applicatins other than** revision application, review application or civil petition for leave to appeal, section 5 of the 1908 has to be specifically made applicable by or under any enactment; otherwise section 5 of the 1908 Act shall not be applicable to that application;*

09. That, it is most humbly submitted that an example of the specific application of section 5 of the 1908 Act in cases of “other applications” can be witnessed from Order 9 Rule 9 of the Code of Civil Procedure, 1908 (CPC);

10. That, it is most humbly submitted that section 42 of the 2001 Act did not specifically made section 5 of the 1908 Act applicable to condone delay in filling a setting aside application hence the Learned District Judge, Dhaka committed an error of law resulting in an error in Order No. 2 dated 13.06.2021 passed in Arbitration Miscellaneous Case No. 166 of 2021 occasioning failure of justice.”

৪. অপরদিকে আবেদনকারী-প্রতিবাদী পক্ষ অনুপস্থিত।

৫. অত্র সিভিল রিভিশন দরখাস্ত এবং নথী পর্যালোচনা করলাম। প্রতিপক্ষ-দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

৬. গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এবং বিগবস কর্পোরেশন লিমিটেড এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্রটি (Annexure-A) নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

আরবিট্রেশন চুক্তিপত্র

অত্র চুক্তিপত্র অদ্য ২৭ নভেম্বর, ২০১৮ ইং তারিখে নিম্ন লিখিত পক্ষগণের মধ্যে সম্পাদিত হইল।

আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট (এডব্লিউটি), পক্ষে সচিব কর্ণেল মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, প্রযত্নে- আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, সেনাবাহিনী সদর দপ্তর, এ্যাডজুডেন্ট জেনারেল শাখা, কল্যাণ ও পুনর্বাসন পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানীবাস, ঢাকা (পরবর্তীতে ইহার উত্তরাধিকারী স্থলবর্তী ওয়ারিশ এবং আইনানুগ প্রতিনিধিগণ অত্র চুক্তিপত্রের আবশ্যিকীয় পক্ষ হিসাবে গণ্য হইবে)।

-----প্রথম পক্ষ।

এবং

বিগবস কর্পোরেশন লিমিটেড ও শানিলা ফ্যাশন লিমিটেড, পক্ষে ইহার ব্যবস্থাপক পরিচালক- সৈয়দ রেজাউল হোসেন কাজী, পিতা- সৈয়দ আবুল হোসেন কাজী, স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রাম ও ডাকঘর- চৌদ্দ-বুড়িয়া, থানা- নলছিটি, জেলা- ঝালকাঠি, বর্তমানে- কৃষ্ণচূড়া এ্যাপার্টমেন্ট নং- ১/ডি, ফ্ল্যাট নং- ৪০, রোড নং- ২১, ব্লক-বি, বনানী, ঢাকা-১২১৩, পেশা- ব্যবসা, ধর্ম- ইসলাম, জাতীয়তা- বাংলাদেশী। তদপক্ষে- ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধি- ইহার জেনারেল ম্যানেজার জনাব কাজী ফারুকুজ্জামান পিতা- কাজী আব্দুল হাকিম, সাং- ই-১৩, মধ্য বাডা, লেভেল-১১, গুলশান, ঢাকা- ১২১২। (পরবর্তীতে তাহাদের উত্তরাধিকারী, স্থলবর্তী ওয়ারিশ এবং আইনানুগ প্রতিনিধিগণ অত্র চুক্তিপত্রের আবশ্যিকীয় পক্ষ হিসাবে গণ্য হইবে)।

-----দ্বিতীয় পক্ষ

এবং

পরম করণাময় ও অসীম, দয়ালু আল্লাহ তায়ালার নাম স্মরণ করিয়া অত্র আরবিট্রেশন চুক্তিপত্রের বয়ান আরম্ভ করিতেছি। যেহেতু অত্র আরবিট্রেশন চুক্তিপত্রের পক্ষদ্বয় গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর থানাধীন "সারাবো" মৌজার সম্পত্তি যাহার যাহার প্রতিষ্ঠানের নামে ক্রয় করিয়াছে।

যেহেতু গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর থানার "সারাবো" মৌজার সম্পত্তি প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ যাহার যাহার খরিদা দলিল মূলে মালিকানা দাবী করিতেছে এবং যেহেতু বর্ণিত মৌজার সম্পত্তির কতক দাগের সম্পত্তির স্বত্ব সম্পর্কে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেওয়ায় পক্ষদ্বয়ের হিতৈষী ও শুভাকাজীদের পরামর্শে এবং নিজেরা আলাপ-আলোচনা করিয়া আরবিট্রেশন এর মাধ্যমে তাহাদের বিরোধীয় বিষয়টি নিষ্পত্তি করিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় এবং উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আরবিট্রেশন ট্রাইবুন্যাল গঠনের লক্ষ্যে একটি আরবিট্রেশন চুক্তি সম্পাদনের আবশ্যিকীয়তা দেখা দেওয়ায় পক্ষদ্বয় অত্র চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হইলেন।

এবং

যেহেতু প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের আলোচনার ভিত্তিতে বর্ণিত "সারাবো" মৌজার সম্পত্তির স্বত্ব সংক্রান্ত বিরোধ সহ তদ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি নিষ্পত্তি করার জন্য এক্ষণে প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষদ্বয় পারস্পরিক আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে একমত হইয়া নিম্ন বর্ণিত শর্তাবলীর আলোকে অত্র আরবিট্রেশন চুক্তিপত্র সম্পাদন করিলেন।

-ঃ শর্তসমূহ :-

১. উভয় পক্ষের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আরবিট্রেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রথম পক্ষের অফিস যথা ঢাকাস্থ মিরপুর ১৭ ইসিবি সম্মেলন কক্ষে আরবিট্রেশন এর কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।
২. আরবিট্রেশন ট্রাইবুন্যাল এর নিকট দাখিলকৃত সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ এর আইনানুগ, ন্যায় সংগত এবং পক্ষপাতহীন ভাবে আরবিট্রেশন এ্যাক্ট এর বিধান অনুসরণপূর্বক আরবিট্রেশন কার্যক্রম শুরু হওয়ার দিন হইতে ৯০ (নব্বই) কার্য্য দিবসের মধ্যে আরবিট্রেশন কার্যক্রম সমাপ্ত করা হইবে। যদি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আরবিট্রেশন কার্যক্রম সমাপ্ত করা সম্ভব না হয় তবে উভয় পক্ষের সম্মতিতে আরবিট্রেশনের সময় বৃদ্ধি করা যাইবে।
৩. আরবিট্রেশন কার্যক্রম শুরু হওয়ার প্রাক্কালে উভয় পক্ষ তাহাদের দাবীকৃত সম্পত্তি সম্পর্কে লিখিত বক্তব্য আরবিট্রেশন ট্রাইবুন্যালের নিকট উপস্থাপন করিবেন এবং দাবীর স্বপক্ষে দলিলাত ও কাগজপত্রের ফটোকপি লিখিত বক্তব্যের সহিত দাখিল করিবেন এবং এক পক্ষের লিখিত বক্তব্যে ও উহার সঙ্গীয় দলিলাত ও কাগজপত্রের ফটোকপি অপর পক্ষকে আরবিট্রেশন ট্রাইবুন্যালের মাধ্যমে প্রদান করিতে হইবে এবং একপক্ষ অপর পক্ষের লিখিত বক্তব্য ও দাখিলী কাগজপত্র ও দলিলাত পরীক্ষা করিয়া ট্রাইবুন্যালে শুনানীর সময়ে শুনানীতে অংশ গ্রহণ করিবেন।
৪. বর্ণিত "সারাবো" মৌজার স্থানীয় ভূমির মালিকগণ পক্ষদ্বয়ের আরবিট্রেশনকৃত খতিয়ান ও দাগের সম্পত্তিতে কোন প্রকার দাবী দাওয়া উত্থাপন করিলে ও বিরোধ সৃষ্টি হইলে তাহারা আরবিট্রেশন ট্রাইবুন্যালে উপস্থিত হইয়া তাহাদের সম্পত্তি সংক্রান্ত বক্তব্য, বিবরণ ও দাবী দাওয়া আরবিট্রেশন ট্রাইবুন্যালের নিকট লিখিতভাবে পেশ করিয়া তৃতীয় পক্ষ হিসাবে আরবিট্রেশন ট্রাইবুন্যালে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং বিজ্ঞ আরবিট্রেটরগণ প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষের মত একই সাথে বর্ণিত তৃতীয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবন করিয়া ও কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া তাহাদের বিষয়ে একই সাথে রায় প্রদান করিবেন। তবে সেক্ষেত্রে বর্ণিত স্থানীয় ব্যক্তিগণ যাহারা তৃতীয় পক্ষ হিসাবে অংশ গ্রহণ করিবেন তাহারা আরবিট্রেশন-ট্রাইবুন্যালের রায় মানিয়া নেওয়ার জন্য আরবিট্রেশন ট্রাইবুন্যাল বরাবরে অঙ্গীকারনামা প্রদান করিতে হইবে। অন্যথায় তাহারা আরবিট্রেশন ট্রাইবুন্যালে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।
৫. আরবিট্রেশন ট্রাইবুন্যাল এর কার্যক্রম আরবিট্রেশন এ্যাক্ট- ২০০১ এর বিধান মোতাবেক পরিচালিত হইবে এবং সকল পক্ষ ট্রাইবুন্যাল এর কার্যক্রম সঠিক ভাবে পরিচালনার জন্য আরবিট্রেশন ট্রাইবুন্যালকে সর্বাঙ্গিক ভাবে সহযোগীতা করিবেন।
৬. আরবিট্রেশন ট্রাইবুন্যাল গঠনের জন্য উভয় পক্ষ ০১ (এক) জন করিয়া আরবিট্রেটর (Arbitrator) মনোনয়ন প্রদান করিবেন এবং পক্ষদ্বয়ের মধ্যে মনোনীত আরবিট্রেটরগণ একমত হইয়া তৃতীয় ০১ (এক) জনকে আরবিট্রেশন ট্রাইবুন্যালের চেয়ারম্যান হিসাবে মনোনয়ন প্রদান করিবেন। বর্ণিত ০৩ (তিন) জনের সমন্বয়ে আরবিট্রেশন ট্রাইবুন্যাল গঠিত হইয়া আরবিট্রেশন ট্রাইবুন্যালের কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।
৭. প্রথম পক্ষ তাহাদের পক্ষে অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ জনাব আনিসুজ্জামানকে আরবিট্রেটর হিসাবে মনোনয়ন করিয়াছেন।
৮. দ্বিতীয় পক্ষ তাহাদের পক্ষে অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ জনাব মোঃ একরামুল হক চৌধুরীকে আরবিট্রেটর হিসাবে মনোনয়ন করিয়াছেন।

৯. পক্ষগণের মনোনীত আরবিট্রেটরগণের মাধ্যমে আরবিট্রেশন বোর্ড উভয় পক্ষের লিখিত বক্তব্য শ্রবণ ও কাগজপত্র পর্যালোচনা করিয়া বিরোধীয় বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবেন। আরবিট্রেশন ট্রাইবুন্যল যে রায়/রোয়েদাদ (Award) প্রদান করবেন, বর্ণিত রায়/রোয়েদাদ (Award) চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং সকল পক্ষের উপর উক্তরায়/রোয়েদাদ (Award) বাধ্যকর হইবে এবং সকল পক্ষ তাহা মান্য করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১০. পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিরোধীয় বিষয়টি আরবিট্রেশন ট্রাইবুন্যল এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি অন্তে রায়/রোয়েদাদ (Award) প্রদান সম্ভব না হইলে অত্র আরবিট্রেশন অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে এবং সেক্ষেত্রে পক্ষগণ তাহাদের বিরোধ ও দাবী দাওয়া সম্পর্কে দেওয়ানী আদালতের স্মরণাপন্ন হইতে পারিবেন। ইহাতে কোন পক্ষের কোন ওজর আপত্তি থাকিবে না ও কোন প্রকার আইনের প্রতিবন্ধকতা থাকিবে না।

১১. আরবিট্রেশন ট্রাইবুন্যলের রায়/রোয়েদাদ (Award) মানিয়া লইতে সম্মত আছেন মর্মে পক্ষগণ আলাদা একটি অঙ্গীকারনামায় যৌথ স্বাক্ষর প্রদান করিবেন, যাহাতে আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট (এডব্লিউটি) এবং বিগবস কর্পোরেশন লিমিটেড ও শানিলা ফ্যাশন লিমিটেড, (এ্যাপটেক গ্রুপ) এর পক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত বৈধ প্রতিনিধি স্বাক্ষর করিবেন। কোন তৃতীয় পক্ষ পরবর্তীতে অত্র আরবিট্রেশনে অংশ গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহারা প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া যৌথ ভাবে অঙ্গীকার নামায় স্বাক্ষর করিবেন।

১২. আরবিট্রেশন ট্রাইবুন্যলে উত্থাপিত বিরোধ শুনানী অন্তে প্রদত্ত রায়/রোয়েদাদ (Award). কম্পিউটারে কম্পোজকৃত হইবে এবং উহাতে ট্রাইবুন্যলের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের স্বাক্ষরযুক্ত হইতে হইবে।

১৩. কোন পক্ষের মৃত্যুতে অত্র আরবিট্রেশন চুক্তিপত্র বাতিল হইবে না বরং মৃত পক্ষের আইনানুগ ওয়ারিশগণের উপর তাহা বাধ্যকর থাকিবে এবং এই চুক্তিপত্রের যাবতীয় শর্তাবলী ভবিষ্যতেও ওয়ারিশগণের উপর সমভাবে বর্তাইবে।

১৪. কোন পক্ষ অত্র আরবিট্রেশন চুক্তিপত্র বাতিল করিতে চাহিলে চুক্তিপত্র বাতিল প্রার্থনাকারী পক্ষ কর্তৃক আরবিট্রেশন ট্রাইবুন্যলের নিকট সেই মর্মে যথাযথ কারণ উল্লেখ পূর্বক লিখিত ভাবে তাহা দাখিল করিবেন এবং সেই বিষয়ে আরবিট্রেশন ট্রাইবুন্যল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

১৫. অত্র আরবিট্রেশন চুক্তিপত্র অনুযায়ী ট্রাইবুন্যল এর কার্যক্রম নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পক্ষগণের যাহার যাহার দাবীকৃত সম্পত্তির দখল পূর্বের ন্যায় থাকিবে এবং একপক্ষ অন্যপক্ষকে কোন প্রকার বাধা বিয়ের সৃষ্টি করিতে পারিবেন না। আরবিট্রেশন ট্রাইবুন্যলের রায়/রোয়েদাদ (Award) হওয়ার পর রায় অনুসারে যাহার যাহার প্রাপ্ত সম্পত্তিতে ভোগ দখল করিবেন।

১৬. অত্র আরবিট্রেশন ট্রাইবুন্যল এর মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের সম্মানী উভয় পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আরবিট্রেটরগণ মাননীয় চেয়ারম্যান এর সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া অত্র পক্ষগণের সহিত পরামর্শ ক্রমে নির্ধারণ করিবেন এবং মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের জন্য নির্ধারিত সম্মানী বাবদ দেয় টাকা প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ ৫০% হারে পরিশোধ করিবেন এবং পক্ষদ্বয়ের নিযুক্তীয় আরবিট্রেটরগণের সম্মানী পক্ষগণ নিজ নিজ তহবিল হইতে বহন করিবেন।

এতদ্বার্তে স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে এবং অন্যের বিনা প্ররোচনায় পক্ষগণ অত্র চুক্তিপত্রের শর্ত সমূহ পাঠ করিয়া ও উহার মর্ম ও ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত হইয়া অত্র আরবিট্রেশন চুক্তিপত্র সম্পাদন করিলেন।

অত্র চুক্তিপত্র মোট ০৬ (ছয়) পাতায় কম্পিউটারে কম্পোজকৃত এবং স্বাক্ষী ০৩ (তিন) জন বটে।

(আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট (এডব্লিউটি), প্রতিনিধিত্বে- ইহার সচিব কর্ণেল মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, প্রযত্নে- আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, সেনাবাহিনী সদর দপ্তর, এ্যাডজুডেন্ট জেনারেল শাখা, কল্যাণ ও পুনর্বাসন পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা)।

(বিগবস কর্পোরেশন লিমিটেড ও শানিলা ফ্যাশন লিমিটেড, পক্ষে ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক- সৈয়দ রেজাউল হোসেন কাজী, পিতা- সৈয়দ আবুল হোসেন কাজী, তদপক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধি- ইহার জেনারেল ম্যানেজার জনাব কাজী ফারুকুজ্জামান, পিতা- কাজী আব্দুল হাকিম, সাং- ই-১৩, মধ্য বাডা, লেভেল-১১, গুলশান, ঢাকা- ১২১২।

সাক্ষীগণের নাম ও ঠিকানাঃ

১। মোঃ সাইফুল ইসলাম, পিতা- মৃত হাজী আব্দুর রহমান, গ্রাম- মাইবাইল, থানা- আশুলিয়া, উপজেলা- সাভার, জেলা- ঢাকা।

২। মোঃ আয়েশ উদ্দিন, পিতা- মৃত ফালু মিয়া, গ্রাম- লতিফপুর, পোঃ সারদাগঞ্জ, থানা- জয়দেবপুর, জেলা- গাজীপুর।

৩। মোঃ ইমরান হোসেন, পিতা- কাওছার আলী, আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট কল্যান ও পুনর্বাসন পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

৪। মোঃ বাবুল হোসেন, পিতাঃ আহাম্মদ আলী, ঠিকানাঃ বাসা নং- ০৯, রোড নং- ১৬, মেরুল বাড্ডা, ঢাকা।

৭. গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সালিশী মোকদ্দমা নং- ০১/২০১৯-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৪.০৯.২০১৯ তারিখের সালিশী রোয়েদাদ (Annexure-B) নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

Annexure-B

*(Certified Copy of Award
Office of the Arbitrator
10/1, Shegunbagicha, Dhaka-1000
AWARD OF ARBITRATION
IN THE ARBITRATION CASE NO. 01/2019
Between
Army Welfare Trust----- First Party
and
Big Boss Corporation Ltd and another ---- Second Parties*

PANEL OF ARBITRATORS:

1. *Justice Md. Shamsul Huda (Former Judge Appellate Division)
Supreme Court of Bangladesh, Chairman.*
2. *Mr. Md. Anisuzzaman (Rtd. District Judge)
Arbitrator (Appointed by the First Party)*
3. *Mr. Md. Ekramul Hoque Chowdhury (Rtd. District Judge)
Arbitrator (Appointed by the Second Party)*

DATE NOTIFICATION OF AWARD: 14.09.2019.**BACKGROUND OF FACTS:**

1. *Both the First Party Army Welfare Trust and the Second Party Big Boss Corporation Ltd and Shalina Fashion Ltd claim the ownership and possession of some land properties in the Sarabo Mouza under Joydevpur P.S. of District Gazipur. They claim the properties from the same plots of the same khatians of the disputed area. Both the parties admit the purchase and possession of the properties by the other but only for a small portion of land dispute arose between the parties and both the parties tried amicably to settle the issues and reached at settlement in almost all the matters but failing to resolve the issue of possession and matter of exchange regarding a small portion of land for which both the parties agreed to refer the matter to settle through arbitration by a panel of arbitrators and for that end in view they entered into an agreement of arbitration on 27 November 2018 and in the said agreement of arbitration it is stated that Mr. Md. Anisuzzaman (Rtd. District Judge) will act as an Arbitrator having been appointed by the First Party and Mr. Md. Ekramul Hoque Chowdhury (Rtd.*

- District Judge) will be acting as an Arbitrator being appointed by the Second Party.*
2. *Subsequently these two arbitrators jointly proposed Justice Md. Shamsul Huda (Retd. Justice Appellate Division) to act as the Chairman of the Panel of Arbitration vide letter dated 20.12.2018 and the proposal has been formally accepted by him.*
 3. *Thereafter, the Chairman of the Panel to started the arbitration proceeding, issued notices of arbitration to the Arbitrators mentioning the date as 16.01.2019 and also time and venue of arbitration. On the fixed date the 1st Party prayed for time through an official letter but Arbitrator ob their side did not appear and hence the time was allowed and the next date was fixed as 15.06.2019. On 15.06.2019 the Arbitrators of both the sides were present before the Chairman and as such the proceeding of arbitration started on that day. But the first party again prayed for time to adjourn the proceeding and the prayer was allowed and 13.07.2019 was fixed for next date of hearing. On 13.07.2019 arbitrators of the both the parties were present but no representative of the First Party was found present and for ends of justice the hearing was again adjourned fixing next date as 27.07.2019. On 27.07.2019 again arbitrators of the both the parties were present; but no interested person of the First Party was found present and again the date of hearing was adjourned to 09.08.2019. On 09.08.2019 the second party was found present but the first party remained absent and it was found that the arbitrator appointed by the first party has informed vide letter dated 29.07.2019 to withdraw himself from the proceeding for his personal cause and for that reason the hearing was again postponed and 13.08.2019 and fixed for submission of written statements by the first party, failing which ex-parte hearing.*
 4. *On 13.08.2019 the First Party again remained absent and the second party was present through their representative and as the first party failed to submit the written statements and also failed to present in the hearing. As process of arbitration in the present case is a joint process and both the parties conjointly started the arbitration proceeding by appointing their respective arbitrators here in the eye of law both the parties can be treated as the applicant and none of the parties can be treated as the respondents. Here as the second party is found all along present in all the dates of hearing fixed for arbitration proceeding and this first party can also be treated as the applicant or petitioner in the same proceeding and as such they are entitled to have the result of arbitration ex-parte and the absence of the first party cannot render the process to be worth of abandonment merely on the technical ground of their intentional absence. Therefore the Chairman of the Arbitration proceeding has decided to proceed ex-parte and recorded the deposition of the representative of the second party and marked the documents as exhibits accordingly.*
 5. *In these facts in view the Chairman of the present Arbitration Proceeding considers that justice will be met if award is given on the basis of the deposition of the witnesses and on the basis of the papers and documents submitted before the Panel of Arbitrators.*

DISCUSSION & DECISION:

The case, in brief, of the second party Big Boss Corporation Ltd and Shanila Fashion Ltd, as transpires from their written statements is as follows;

That the suit land is situated at Mouza Saraba under Gazipur Sadar Thana of District Gazipur, formerly Keranigonj Thana of District Dhaka. That the suit C.S. Khatian No.63 is comprising of C.S. Plot No.453 entirely containing 7.09 acres of land, Plot No. 459 containing in all .27 acres of land, Plot No. 543 containing in all 1.10 acres of land and Plot No. 457 containing totally .76 acres of land and thereby in four plots totally having 09.22 acres of land. That another suit C.S. Khatian No. 64 of the same locality comprising C.S. Plot No. 3 containing totally 0.3400 acres of land, Plot No.452 containing 5.6900 acres of land, Plot No. 454 containing 3.3800 acres of land and Plot No. 484 containing 1.1400 acres of land and thereby in four plots totally 10.5500 acres of land. Thus these two suit C.S. Khatians totally contains 19.7700 acres of land and this property was owned and possessed by Jurai Bepari, Fazar Munshi @ Fazar Bepari and Sumu Bepari @ Shom Bepari, equally each having 5 anas 6 gonda 2 kora and 2 kranti shares and C.S. Khatian No.63 and 64 were prepared and published accordingly. That Jurai Bepari became the owner and possessor of .6600 acres of land in C.S. Plot No.455 of C.S. Khatian No. 66 of the same locality by way of purchase and note of that purchase is found in the remarks column of the concerned Khatian.

That Jurai Bepari while in the title and possession transferred 1.78 acres of land from C.S. Plot No. 453, 457, 459 and 543 of C. S. Khatian No. 63 and .55 acres of land out of 0.66 acres of land from C.S. Plot No. 455 of C.S. Khatian No. 66 in favor of his two grandsons namely Ratan Bepari and Tota Bepari @ Habibur Rahman vide Heba Bil Ewaj deed no. 252 dated 25.01.1950 and thereafter Jurai Bepari died leaving behind two sons Nabi Hossain Bepari and Pochu Bepari and one daughter Ayman Nesa as his heirs in his rest of the property in C.S. Khatian No. 63 and 64.

That Nabi Hossain Bepari being owner as his father's heir and Ratan Bepari and Tota Bepari @ Habibur Rahman being owner by way of hiba deed transferred .7250 acres of land out of the property in C.S. Plot Nos. 453, 457, 459, 543 of C.s. Khatian No. 63 .1100 acres of land out of .66 acres of land from C.S. Plot No. 455 of C.S. Khatian No. 66 in favor of Pochu Bepari vide registered sale deed no. 3137 dated 09.09.1950.

That thereafter Nabi Hossain died leaving behind his for sons namely, Ratan Bepari, Tota Bepari @ Habibur Rahman, Montaj Bepari and Intaj Bepari and six daughters namely, Jiron Nesa, Roshida Begum, Shamsunnahar, Rekha Begum, Nilufa Yasmin and Setara Begum as his heirs in his property.

That Rashida Begum being owner by way of inheritance from her father transferred .1300 acres of land from C.S. Plot Nos. 453, 459, 543, 457 of C.S. Khatian No. 63 and also from C.S. Plot Nos. 452, 454, 484 of C.S. Khatian No. 64 and also from C.S. Plot No. 455 of C.S. Khatian No. 66 in favor of her brother Ratan Bepari and Tota Mia @ Habibur Rahman vide deed of heba bil ewaj dated 16.11.1991.

That thereafter Tota Mia @ Habibur Rahman mutated his name in the concerned Khatian and paid the rents accordingly and then transferred to

Rahat Reality Ltd .8500 acres of land from C.S. Plot Nos. 453 and 543 out of the C.S. Plot Nos. 453, 557, 543, 452, 459, 454, 484 vide registered deed no. 2867 dated 07.03.2012, plus 0.2675 acres of land from C.S. and S.A. Plot No. 455 corresponding to R.S. Plot No. 760 of C.S. Khatian No.66 corresponding to S.A. Khatian No.119 corresponding to R.S. Khatian No. 238 vide registered sale deed no. 6233 dated 14.05.2011, plus .8500 acres of land from C.S. and S.A Plot No. 53 and 543 out of C.S. and S.A. Plot No. 453, 557, 543, 452, 459, 454, 484 of C.S. Khatian No. 63 and 64 corresponding to S.A. Khatian No.116 corresponding to R.s. Khatian No. 128 vide registered sale deed no. 2867 dated 01.03.2012 and after purchase of this property Rahat Reality Ltd mutated their names in the concerned khatian and paid rents accordingly.

That Ratan Bepari died leaving behind his wife Sufia Begum, three sons namely, Masud Rana, Ismail Hossain and Faruk Hossain and two daughters namely, Renu Akter Baby and Selina Akter as his heirs in his property. That Ismail Hossain, son of Ratan Bepari, appointed his brother Rana as his Power of Attorney holder in his .4660 acres of land in C.S. Plot Nos. 453, 454, 452, 543, 459, 547, 484 vide registered deed of power of attorney no. 11804 dated 22.09.2011. This appointed power of attorney holder himself and on behalf of Isamil Hossain, along With Sufia Khatun, Renu Akter Baby and Selina Akter transferred 1.6000 acres of land from C.S and S.A Plot Nos. 454, 453, 543, 452 out of C.S. and S.A. Plot Nos. 453, 457, 543, 452, 459, 454, 484 of C.S. Khatian No. 63 and 64 corresponding to S.A. Khatian No. 116 corresponding to R.S. Khatian No. 128 in favor of Rahat Reality Ltd vide registered sale deed no. 2868 dated 01.03.2012.

That Pochu Bepari being owner by way of inheritance from his father transferred .1800 acres of land from C.S. Plot No.453, 457, 459, 543 of C.S. Khatian No. 63 and .0300 acres of land out of .6600 acres of land from C.S. Plot No.455 of C.S. Khatian No.66 in favor of his adopted son Abdur Rashid Mia vide registered deed of heba no.6342 dated 26.09.1967. That this Abdur Rashid Mia thereafter mutated his name in the Khatian and paid rents accordingly and thereafter transferred 0.2600 acres of land from C.S. Plot Nos. 453, 457, 543, 452, 459, 454, 484, 453, 457, 543 to Rahat Reality Ltd. vide registered sale deed no.13452 dated 20.10.2011. Thereafter Pochu Bepari died leaving behind his wife Amatan Nesa, son Noor Mohammad and two daughters Fatema and Panwara Begum and dead daughter's daughter Laki Begum and son Sabdar Ali to inherit his rest of the property.

That Noor Mohammad and Fatema Begum jointly appointed K.M. Shahed Kamal as their Power of Attorney holder vide registered Deed of Power of Attorney no.19919 dated 23.09.2004 and this appointed attorney transferred his property infavor of Mahbub Kazi and Harun ar Rashid vide registered deed no.12688 dated 10.05.2009 and these purchasers mutated their names in the concerned khatian and thereafter transferred .4450 acres of land from C.S. Khatian No.453 in favor of Rahat Reality Ltd vide registered deed no. 5842 dated 05.05.2011. That on that same date K.M.Shahed Kamal transferred 0.4340 acres of land from C.S. Khatian No. 453 and 454 out of C.S. Plot Nos. 452, 453, 459, 457, 454, 443, 484 vide registered sale deed no. 12689 in favor of Mahbubul Alam who mutated his name in the concerned khatian and transferred 3.1220 acres of land from C.S. and S.A. Plot Nos. 453 and 454 corresponding to R.S. Plot Nos. 757, 759 and 762 of C.S. Khatian No.

116 corresponding to R.S. Khatian No. 128 vide registered sale deed no. 8076 dated 13.10.2010 in favor of Rahat Reality Ltd.

Thus Rahat Reality Ltd after being the owner and possessor of the property by way of purchase through several sale deeds transferred 8.9295 acres of land out of their property in C.S. Plot Nos. 452, 484, 459, 453, 543, 454, 455 and 457 vide registered sale deed no. 226 dated 11.01.2014 in favor of Big Boss Corporation Ltd.

That Abul Hossain, Shiuli Akter and Shamsuddin's daughter Samsad Parveen jointly appointed Syed Rejaul Hossain Kazi as their attorney by the registered Power of Attorney Deed No. 3253 dated 21.04.2016 and this Attorney transferred .4350 acres of land from C.S and S.A. Plot Nos. 453, 547, 543, 459, 454, 484, 452 of C.S. Khatian No. 63 and 65 corresponding to S.A. Khatian No. 117 corresponding to R.S. Khatian No. 48 in favor of Big Boss Ltd vide registered sale deed no. 8040 dated 20.10.2016.

That Abdul Jabbar being the owner by way of inheritance from his father transferred .3300 acres of land from S.A. Plot No. 453 of S.A. Khatian No. 116 in favor of his four sons Fasiuddin, Showkat Hossain, Emarat Hossain and Ashrafuddin vide registered hiba deed no. 2165 dated 27.01.2004. This Abdul Jabbar also transferred .7500 acres of land from C.S. Plot No. 452, 484, 459, 453, 543, 454, 547 in favor of Fasiuddin, Showkat Hossain, and Ashraf Ali vide registered deed no. 4396 dated 13.07.2010 and transferred .1300 acres of land from C.S. Plot No. 452, 484, 459, 453, 543, 454, 547 in favor of his sons Fasiuddin, Showkat Hossain, and Ashraf Ali and six daughters Bilkis, Rehana, Misron, Mohela, Nasima, Sanowara vide registered hiba deed no. 4399 dated 13.07.2010 and died leaving behind five sons Fasiuddin, Showkat Hossain, Emarat Hossain and Ashraf Ali, Chan Mia and six daughters Bilkis, Rehana, Misron, Mohela, Nasima, Sanowara as heirs in his rest of the property.

That this Showkat Hossain thereafter mutated his name in the Khatian and paid rents accordingly and thereafter transferred 0.2425 acres of land from C.S. Plot Nos. 453, 457, 543, 452, 459, 454, 584, to Rahat Reality Ltd. vide registered sale deed no. 5263 dated 11.05.2013.

That thereafter Abdur Rahman and Abdul Hakim's son Abdus Salam jointly transferred 0.1200 acres of land from C.S and S.A. Plot No. 454 corresponding to R.S. Plot No. 128 out of C.S. and S.A. Plot No. 454, 452, 453 corresponding to R.S. Plot No. 759, 661, 757 of C.S. Khatian No. 63 corresponding to S.A. Khatian No.116 corresponding to R.S. Khatian No. 128 Sadekur Rahman vide registered sale deed no.10082 dated 01.08.2011 and this Sadekur Rahman thereafter mutated his name in the Khatian and paid rents accordingly and thereafter transferred 0.1200 acres of land from C.S. Plot Nos. 454 out of C.S. Plot No. 452, 453 and 454 of C.S. Khatian No. 63 corresponding to S.A. Khatian No.116 corresponding to R.S. Khatian No. 128 to Shanila Fashion Ltd. vide registered sale deed no.7916 dated 29.06.2014. The same Abdur Rahman transferred .0600 acres of land in favor of his son Saiful Islam from his property situated in C.S Plot Nos. 454 and 452 of C.S. Khatian No. 63 corresponding to S.A. Khatian No.116 corresponding to R.S. Khatian No. 128 vide deed of hiba no. 2361 dated 26.05.2010 and this son Saiful Islam transferred 0.0500 acres of land from C.S. and S.A. Plot Nos. 454 corresponding to R.S. Plot No. 759 of C.S. Khatian No. 63, 64 corresponding to S.A. Khatian No.116 corresponding to R.S. Khatian No. 128 vide registered

sale deed no. 5243 dated 16.05.2014 in favor of Shanila Fashion Ltd. The same Abdur Rahman again transferred .4550 acres of land from the land situated in C.S. Plot Nos. 453 and 454 vide registered sale deed no.5244 dated 16.05.2014 in favor of Shanila Fashion Ltd. The same Abdur Rahman again transferred vide registered hiba deed no. 4093 dated 14.05.2015 1.1000 acres of land from the property in the C.S. Plot Nos. 453, 547, 543, 452, 459, 454, 484 in favor Saiful Islam, Abdul Karim, Shariful Islam, Sohel Rana, Rahim and Sohag Hossain and thereafter these six persons conjointly transferred 0.2500 acres of land from the property lying in C.S. Plot Nos. 453, 547, 459, 454, 484 of C.S. Khatian No. 63, 64 corresponding to S.A. Khatian No.116, 117 orresponding to R.S. Khatian No. 48 vide registered sale deed no. 7627 dated 06.10.2016 in favor of Big Boss Corporation Ltd.

That Somu Bepari @ Somo Bepari died leaving behind two sons Kafiluddin and Hafijuddin and two daughters Peton Nesa and Amaton Nesa as his heirs in his property.

That Kofiluddin being owner by way of inheritance transferred 2.0950 acres of land from C.S. Plot Nos. 454, 459, 553, 484, 142, 193, 438, 442 vide registered hiba deed no. 4609 dated 07.09.1981 in favor of his son Ibrahim Khalil who mutated his name in the concerned khatian and paid rents accordingly and thereafter transferred 0.9200 acres of and from C.S. Plot Nos. 484, 459, 453, 543, 454, 457 vide registered sale deed no. 5112 dated 20.01.2011 in favor of Rahat Reality Ltd.

That Ibrahim Khalilullah transferred 0.1000 acres of land from C.S. Plot No. 454 out of the property in C.S. Plot Nos. 453 and 454 vide registered sale deed no. 3638 dated 24.06.2010 in favor of Masud Hossain and Sharimin Akter and these two purchasers again transferred that same property in favor of Shanila Fashion Ltd. vide registered sale deed no. 3908 dated 13.04.2014.

That Kofiluddin being owner by way of inheritance transferred 2.0950 acres of land from C.S. Plot Nos. 454, 459, 553, 557, 484, 142, 193, 438, 442 vide registered hiba deed no. 4610 dated 07.09.1981 in favor of his son Nasirullah who mutated his name in the concerned khatian and paid rents accordingly and thereafter transferred 0.9075 acres of land and from C.S. Plot Nos. 452, 453, 543, 454 vide registered sale deed no. 3109 dated 10.03.2011 in favor of Rahat Reality Ltd.

That during S.A. operation one Subani Mondol got her name recorded in S.A. Plot No. 465 of S.A. Khatian No. 36 appertaining to Mouza Saraba under District Dhaka formerly Gazipur and sold out the same and transferred possession to Md. Kafiluddin who had his name recorded in the R.S. Plot No. 662 of R.S. Khatian No. 150 and died leaving behind his wife Mosammat Joynab Bibi, two sons Md. Nasirullah and Ibrahim Khalilullah and three daughters Mosammat Fatema Begum, Mosammat Ayesha Begum and Mosammat Rokeya Begum as his heirs in that property. That the heirs Joynab Bibi, Fatema Begum and Ayesha Begum appointed Md. Nasirullah as their attorney for management of 0.2064 acres of land out of their share vide registered deed of Power of Attorney No. 6946 dated 27.05.2011 and this Nasirullah on his own behalf and as the attorney of Joynab Bibi, Fatema Begum and Ayesha Begum transferred .4425 acres of land from C.S. and S.A. Plot No. 465 corresponding to R.S. Plot No. 662 in favor of Mrs. Khadiza Islam vide registered sale deed no. 1320 dated 31.01.2012 and this purchaser mutated her name in the concerned khatian and paid rents accordingly and

thereafter transferred 0.4425 acres of and vide registered sale deed no. 227 dated 12.01.2014 in favor of Big Boss Corporation Ltd.

That after death of Kafiluddin his two sons Nasir Ullah and Ibrahim Khalil Ullah and three daughters Fatema Begum, Ayesha Begum and Rokeya Sultana became the owner in his rest of the property as his heirs who transferred 1.2025 acres of land in favor of Big Boss Corporation Ltd vide registered sale deed no. 225 dated 12.01.2014.

That thereafter Hafij Uddin died leaving behind his three sons Shamsuddin, Shafiuddin, and Abdus Salam and two daughters Monwara Begum and Hasina Akter as his heirs in his property and subsequently Shamsuddin died leaving behind wife Momtaj Begum, son Selim Al Din, daughter Parvin Akter @ Shamsad Parvin as his heirs. These Momtaj Begum, Selim Al Din, Parvin Akter @ Shamsad Parvin conjointly transferred .2400 acres of land from C.S. Plot No. 452 vide registered sale deed no. 4838 dated 07.03.2005 in favor of Sheikh Sarah Samamah Islam who mutated her name in the concerned khatian and paid rents accordingly and thereafter transferred .1200 acres of land from C.S. Plot No. 452 vide registered kabala no. 2095 dated 23.05.2010 in favor of Bayezid Ali and Jahangir Alam and these purchasers also mutated their names in the concerned khatian and paid rents accordingly and thereafter appointed Morzina Akter as their attorney vide deed of power of attorney no. 7055 dated 09.09.2015 and this attorney transferred .1200 acres of land of her own and that of her principal vide registered sale deed no. 6846 dated 01.09.2016 in favor of Big Boss Corporation Ltd.

That thereafter Sheikh Samama Islam transferred .1200 acres of land vide registered kabala no. 2096 dated 23.05.2010 in favor of Shahjahan Shajau and vide registered sale deed no. 2097 in favor of Najir Ahmmed and these purchasers also mutated their names in the concerned khatian and paid rents accordingly and thereafter transferred .1200 acres of land from C.S. Plot No. 452 vide registered sale deed no. 6847 dated 01.09.2016 in favor of Big Boss Corporation Ltd. That Monwara Begum transferred .2500 acres of land from C.S. Plot Nos. 454, 453, 484, 452 vide registered sale deed no. 5418 dated 19.05.2014 in favor of Abdul Karim, Saiful Islam, Shoriful Islam and Sohel Rana and they mutated their names in the concerned khatian and paid rents accordingly. Thereafter Hasina Akter died leaving behind two daughters Sumayia Akter, Sultana Yasmin one minor son Rezwanul Kabir and these heirs transferred .2500 acres of land from C.S. Plot Nos. 454, 453 and 584 vide registered sale deed no. 7626 dated 06.10.2016 in favor of Big Boss Corporation Ltd. Thereafter Samsad Parvin, Shiuli Akter and Abul Hossain appointed Syed Rezaul Hossain Kazi as their attorney vide registered deed of power of attorney no. 3253 dated 21.04.2013 in respect of .4350 acres of land and this attorney transferred the same .4350 acres of land from C.S. Plot Nos. 453, 547, 543, 459, 454, 484, 452 vide registered sale deed no.8040 dated 20.01.2016 in favor of Big Boss Corporation Ltd.

Thus Big Boss Corporation Ltd. has become the owner and possessor of 1.2025 acres of land vide sale deed no. 225 dated 11.01.2014 and 8.9295 acres of land vide sale deed no. 226 dated 11.01.2014 and .4425 acres of land vide sale deed no. 227 dated 11.01.2014 and .1200 acres of land vide sale deed no. 6846 dated 01.09.2016 and 1200 acres of land vide sale deed no. 6847 dated 01.09.2016 and 2500 acres of land vide sale deed no. 7626 dated

06.10.2016 and .2500 acres of land vide sale deed no. 7627 dated 06.10.2016 and .5480 acres of land vide sale deed no. 8039 dated 20.10.2016 and .4350 acres of land vide sale deed no. 8040 dated 20.10.2016. On the other hand Shanila Fashion Ltd has become the owner and possessor of 1000 acres of land vide sale deed no. 3908 dated 13.04.2014 and .0500 acres of land vide sale deed no. 5243 dated 16.05.2014 and .4550 acres of land vide sale deed no. 5244 dated 16.05.2014 and .1200 acres of land vide sale deed no. 7169 dated 29.06.2014.

That thus Big Boss Corporation Ltd and Shanila Fashion Ltd have become the owner and possessor in 13.0225 acres of land in total.

That the Army Welfare Trust has also become the owner and common possessor of some property in the disputed area and to remove the difficulties in the possession of the respective parties both have tried to settle the issues amicably and reached at the decision to enjoy the northern side of the disputed area by Army Welfare Trust and the southern side by the Big Boss Corporation Ltd. and Shanila Fashion Ltd. to effect the amicable partition and therefore the second party got possession in 11.38674 acres of land on the southern side of the disputed area and the first party got possession in 1.63576 acres of land. Out of this share of the 1st party the second party handed over their purchased portion in the C.S./S.A. Plot No. 484 corresponding to R.S. Plot No. 723 and also their share in purchased property in the C.S./S.A. Plot No. 459 corresponding to R.S. Plot No. 757 and in the C.S./S.A. Plot No. 457 corresponding to R.S. Khatian No. 762 to ensure the amicable partition are in the disputed land.

That thereafter after discussion with the 1st party and to their knowledge and consent the second party has erected 15 feet height boundary wall around their saham of property and also constructed three factory buildings to run 100% export oriented garments industry. In those factories near about 10000 persons both of national and foreign are working and the second party are earning huge amount of foreign currencies.

That the second party has purchased .4100 acres of land from C.S./S.A Plot No.452 corresponding to R.S. Plot No. 661 and C.S./S.A Plot No.453 corresponding to R.S. Plot No. 757 and C.S./S.A Plot No.557 corresponding to R.S. Plot No. 762 and S/S.A Plot No.543 corresponding to R.S. Plot No. 758 and C.S./S.A Plot No.459 corresponding to R.S. Plot No. 754 and C.S./S.A Plot No.454 corresponding to R.S. Plot No. 759 and C.S./S.A Plot No.484 corresponding to R.S. Plot No.723 vide registered deed no. 636 dated 18.01.2018 from Chan Mia and .2400 acres of land from C.S./S.A. Plot No. 452 corresponding to R.S. Plot No. 661 and C.S./S.A Plot No.453 corresponding to R.S. Plot No. 757 and C.S./S.A Plot No.557 corresponding to R.S. Plot No. 762 and C.S./S.A Plot No.543 corresponding to R.S. Plot No. 758 and C.S./S.A Plot No.459 corresponding to R.S. Plot No. 754 and C.S./S.A Plot No.454 corresponding to R.S. Plot No. 759 and C.S./S.A Plot No.484 corresponding to R.S. Plot No.723 vide registered deed no. 1289 dated 19.02.2018 from Md. Emarat Hossain and as such totally 0.6500 acres of land vide two kabalas to construct dormitory building for the garment factory labors and the construction work has been started accordingly.

That in fact there exists no sort of dispute in the lands owned and possessed by both the parties. Even though there exists no actual point of dispute relating to the ownership and possession of their respective lands the

first party is trying to raise some unfounded claim and as such to remove the possibility of any unfounded claim this arbitration proceeding has been initiated by both the parties.

In support of the above contention of the Second Party their authorised representative Mr. Kazi Farukzaman, the General Manager of Big Boss Corporation Ltd and Shanila Fashion Ltd deposed before the Panel of Arbitrators and submitted all the required documents namely copies of all the registered sale deeds establishing the chain of title of this second party in the disputed khatians and plots, the copies of the C.S., S.A. and R.S. porchas, all the mutation porchas, rent receipts and other related documents in support of the ownership and possession of their claimed properties. On perusal of these submitted documents and on perusal of the deposition as recorded it has been found that the second party namely Big Boss Corporation has successfully proved their title and possession in 12.9475 acres of land and the Shanila Fashion Ltd has successfully proved their title and possession in .7250 acres of land in the disputed Sarabo mouza.

Hence it is considered

1. *That the Second Party is well in title and possession in entirely 13.6725 acres of land in the disputed Sarabo mouza under Joydevpur P.S. of District Gazipur.*
2. *That the parties to this arbitration proceeding shall take necessary measures to show mutual respect to each other regarding their respective title and possession in the disputed mouza.*
3. *That both the parties shall carry their respective cost of arbitration as per provision of law and the agreement of arbitration.*

This Award of Arbitration has been signed by me on this 14th day of the month of September, 2019.

*(Md. Shamsul Huda)
Chairman
Office of the Arbitrator
and
Former Justice Bangladesh Supreme Court
(Appellate Division)
Dhaka*

৮. গুরুত্বপূর্ণ বিধায় জেলা ও দায়রা জজ বরাবর আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট কর্তৃক দাখিলকৃত দরখাস্তটি (Annexure-C) নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

জেলা ও দায়রা জজ আদালত
দাখিলঃ
25 May 2021

আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট (এডব্লিউটি) পক্ষে সচিব
প্রযুক্ত- এ্যাডজুটেন্ট জেনারেল শাখা
কল্যাণ ও পূর্ণবাসন পরিদপ্তর
সেনাবাহিনী সদর দপ্তর, ঢাকা সেনা নিবাস
থানা- ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।

-----দরখাস্তকারী

= বনাম =

বিগবস কর্পোরেশন লিমিটেড ও শাণিলা ফ্যাশন
লিমিটেড পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সাং-কৃষ্ণচূড়া এ্যাপার্টমেন্ট নং-১/ডি, ফ্লাট নং-৪০, রোড নং-২১,
ব্লক-বি, বনানী, ঢাকা-১২১৩।

-----প্রতিপক্ষ

আরবিট্রেশন এ্যাক্ট ২০০১ এর ৪২ ও ৪৩ ধারার বিধান মতে
আরবিট্রেশন কেস ১/২০১৯ নম্বর মোকদ্দমায় আরবিট্রেশন এ্যাক্টের
পরিপন্থিতে অত্র দরখাস্তকারীর অজ্ঞাতে বেআইনী ও অবৈধভাবে
এক তরফাভাবে বিগত ১৪/০৯/২০১৯ ইং তারিখে প্রচারিত
বেআইনী ও অবৈধ এওয়ার্ড রদ, রহিত ও বাতিলের আবেদন।

তায়দাদ-১,০০,০০,০০০/- টাকা।

দরখাস্তকারী পক্ষে সবিনয় নিবেদন এই যে,

- ১। দরখাস্তকারী পক্ষ ও প্রতিপক্ষের মধ্যে গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর থানাধীন সারাবো মৌজার সম্পত্তি সম্পর্কে মালিকানার বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি হইলে উভয়পক্ষের হিতৈষী ও শুভাকাজিদের পরামর্শে উভয়পক্ষ আলাপ-আলোচনা করিয়া বর্ণিত সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ আরবিট্রেশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত লইয়া আরবিট্রেশনের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে উভয়পক্ষ বিগত ২৭/১১/২০১৮ ইং তারিখে এক আরবিট্রেশন চুক্তি সম্পাদন করেন।
- ২। বর্ণিত চুক্তিপত্রের ১নং শর্তে উল্লেখ থাকে যে, উভয়পক্ষের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়ে আরবিট্রেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দরখাস্তকারী পক্ষের অফিস যথা ঢাকাস্থ মিরপুর ১৭ ইসিবি সম্মেলন কক্ষে আরবিট্রেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হইবে। বর্ণিত চুক্তিপত্রের ৫নং দফায় শর্ত থাকে যে,
আরবিট্রেশন ট্রাইবুনালের কার্যক্রম আরবিট্রেশন এ্যাক্ট ২০০১ এর বিধান মোতাবেক পরিচালিত হইবে এবং বর্ণিত চুক্তিপত্রের ৬নং দফায় শর্ত থাকে যে, আরবিট্রেশন ট্রাইবুনাল গঠনের জন্য উভয়পক্ষ একজন করিয়া আরবিট্রেটর (Arbitrator) মনোনয়ন প্রদান করিবেন এবং উভয়পক্ষের মনোনীত আরবিট্রেটরগণ একমত হইয়া তৃতীয় একজনকে আরবিট্রেশন ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান হিসাবে মনোনয়ন প্রদান করিবেন এবং বর্ণিত তিনজনের সমন্বয়ে আরবিট্রেশন ট্রাইবুনাল গঠিত হইয়া আরবিট্রেশন ট্রাইবুনালের কার্যক্রম পরিচালিত হইবে। বর্ণিত চুক্তিপত্রের ৭নং ৭নং দফায় উল্লেখ থাকে যে, দরখাস্তকারী প্রথমপক্ষের পক্ষে অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ জনাব আনিসুজ্জামান সাহেবকে আরবিট্রেটর হিসাবে মনোনয়ন প্রদান করা হয় এবং ৮নং দফায় উল্লেখ থাকে যে, প্রতিপক্ষ ২য় পক্ষের পক্ষে আরবিট্রেটর হিসাবে অবসর প্রাপ্ত জেলা জজ জনাব মোঃ একরামুল হক চৌধুরী সাহেবকে মনোনয়ন প্রদান করেন। বর্ণিত চুক্তিপত্রের ৯নং দফায় আরো শর্ত থাকে যে, উভয়পক্ষের মনোনীত আরবিট্রেটরের মাধ্যমে গঠিত আরবিট্রেশন বোর্ড উভয়পক্ষের লিখিত বক্তব্য ও কাগজপত্র পর্যালোচনা করিয়া বিরোধীয় বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবেন এবং আরবিট্রেশন ট্রাইবুনাল যে রোয়েদাদ প্রদান করিবেন উভয়পক্ষ তাহা মান্য করিতে বাধ্য থাকিবেন। উক্ত চুক্তিপত্রের ১২নং দফায় আরো শর্ত থাকে যে, আরবিট্রেশন ট্রাইবুনালে উত্থাপিত বিরোধ শুনানী অন্তে প্রদত্ত রোয়েদাদ (Award) কম্পিউটার কম্পোজকৃত হইবে এবং উহাতে আরবিট্রেশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের অর্থাৎ আরবিট্রেটরগণের স্বাক্ষরযুক্ত হইতে হইবে।
- ৩। বর্ণিত চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর উভয়পক্ষে নিযুক্তীয় বিজ্ঞ আরবিট্রেটরগণ আরবিট্রেশন ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান হিসাবে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জনাব আজিজুল হক সাহেবকে মনোনীত করিয়াছেন মর্মে জানান হয়। কিন্তু পরবর্তীতে অত্র দরখাস্ত কারীর অজ্ঞাতে আরবিট্রেশন ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান হিসাবে অবসরপ্রাপ্ত। বিচারপতি জনাব এম.ডি শামসুল হুদাকে মনোনীত করা হইলে অত্র দরখাস্তকারী বিষয়টি জ্ঞাত হইয়া উক্ত আরবিট্রেশন ট্রাইবুনালের বিজ্ঞ চেয়ারম্যান মহোদয়ের মনোনয়নের বিষয়ে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া তাহা দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আরবিট্রেটর জনাব আনিসুজ্জামানকে জ্ঞাত করা হয়।
- ৪। বর্ণিত প্রকারে আরবিট্রেশন ট্রাইবুনালের বিজ্ঞ চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব এম.ডি. শামসুল হুদা সাহেবের মনোনয়নের বিষয়ে অসম্মতির বিষয় বিবেচনাধীন থাকা অবস্থায়

আরবিট্রেশনের বিজ্ঞ চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব এম.ডি. শামসুল হুদা সাহেব কর্তৃক বিগত ০৮/০১/২০১৯ ইং তারিখে নোটিশ মারফত চুক্তিপত্রে উল্লেখিত আরবিট্রেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হইবার স্থান ঢাকার মিরপুরস্থিত ১৭ ইসিসি সম্মেলন কক্ষের পরিবর্তে ঢাকার ১০/১, সেগুন বাগিচা গ্লোব নিবাসে আরবিট্রেশনের কার্যক্রম শুরু হইবে মর্মে দরখাস্তকারী পক্ষকে নোটিশের মাধ্যমে অনুযায়ী জানানো হইলে দরখাস্তকারী পক্ষ উক্ত নোটিশ প্রাপ্ত হইয়া বিগত ১৫/০১/২০১৯ ইং তারিখের একপত্র দ্বারা বিজ্ঞ চেয়ারম্যান মহোদয়কে জানানো হয় যে, ইতিপূর্বে বর্ণিত প্রকারে বিজ্ঞ চেয়ারম্যান মনোনয়নের বিষয়ে দরখাস্তকারী পক্ষের আরবিট্রেটর জনাব আনিসুজ্জামান সাহেব দরখাস্তকারী পক্ষকে কোন কিছু জ্ঞাত না করার বিষয়ে উল্লেখ করিয়া আরবিট্রেশনের কার্যক্রম স্থগিত করিবার আবেদন জানানো হয়। পরবর্তীতে বিজ্ঞ চেয়ারম্যান মহোদয় পুনরায় ১৮/০৪/২০১৯ ইং তারিখে এক নোটিশ দ্বারা ১৫/০৬/২০১৯ ইং তারিখে আরবিট্রেশন ট্রাইবুনালের দপ্তরে হাজির হওয়ার জন্য অনুরোধ জানান হইলে দরখাস্তকারী পক্ষ উক্ত নোটিশ প্রাপ্ত হইয়া বিগত ১১/০৬/২০১৯ ইং তারিখের এক পত্র দ্বারা বিজ্ঞ চেয়ারম্যান মহোদয়কে জানানো হয় যে, দরখাস্তকারী ও প্রতিপক্ষের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিরোধ আরবিট্রেশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য চুক্তি করা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ বাদী স্বরূপে দরখাস্তকারী পক্ষকে বিবাদী স্বরূপে পক্ষভুক্ত করিয়া গাজীপুর ১ম যুগ্ম জেলা জজ আদালতে দেওয়ানী ৭০/২০১৮, ৭২/২০১৮ ও ৮৪/২০১৮ নং মোকদ্দমা সমূহ দায়ের করিয়াছে যাহার প্রেক্ষিতে এবং ইতিপূর্বে বর্ণিত চেয়ারম্যান মনোনয়নের বিষয়ে অসম্মতি থাকায় আরবিট্রেশনের কার্যক্রম স্থগিত রাখিবার জন্য আবেদন করা হয় এবং সেই প্রেক্ষিতে বিজ্ঞ চেয়ারম্যান মহোদয় বিগত ১৫/০৬/২০১৯ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা আরবিট্রেশনের কার্যক্রম স্থগিত করেন। দরখাস্তকারী পক্ষ ট্রাইবুনালে হাজির না হইয়া পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগের কারণে দরখাস্তকারী পক্ষ আরবিট্রেশনের কার্যক্রম সম্পর্কে কোন কিছু জ্ঞাত ছিলেন না।

৫। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী পক্ষ তাহাদের নিযুক্তীয় বিজ্ঞ আরবিট্রেটর জনাব আনিসুজ্জামান সাহেবকে ইতিপূর্বের বর্ণিত ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত করাইলে তিনি দরখাস্তকারী পক্ষকে জানান যে, বিজ্ঞ আরবিট্রেটর জনাব আনিসুজ্জামান সাহেব বিগত ২৯/০৭/২০১৯ ইং তারিখের পত্র দ্বারা আরবিট্রেশন ট্রাইবুনালের বিজ্ঞ চেয়ারম্যান বিচারপতি এম.ডি. শামসুল হুদা সাহেব বরাবরে এক পত্র প্রদানে তিনি ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে আরবিট্রেশন ট্রাইবুনালে আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পক্ষে আরবিট্রেটর হিসাবে দায়িত্ব পরিচালনা করিতে পারিবেন না মর্মে জ্ঞাত করাইয়া দিয়াছেন এবং সেই প্রেক্ষিতে আরবিট্রেশনের কার্যক্রম স্থগিত হইয়া গিয়াছে। দরখাস্তকারী পক্ষ তাহাদের মনোনীত বিজ্ঞ আরবিট্রেটর জনাব আনিসুজ্জামান সাহেবের নিকট হইতে আরবিট্রেশন ট্রাইবুনালের কার্যক্রম স্থগিত হওয়ার বিষয়ে জ্ঞাত হইয়া পরবর্তীতে আর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই।

৬। বর্ণিতরূপে অবস্থা থাকাবস্থায় এবং দেশে মহামারী করোনার কারণে লক ডাউন থাকায় অফিস আদালতের কার্যক্রম সীমিত আকারে চালু হইলে দরখাস্তকারী ও প্রতিপক্ষের মধ্যকার সারাবো মৌজার জমি সংক্রান্ত বিরোধ আরবিট্রেশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য প্রতিপক্ষ কর্তৃক বাদী স্বরূপে গাজীপুর ১ম যুগ্ম জেলা জজ আদালতের ইতিপূর্বে বর্ণিত প্রকারে দাখিলী দেওয়ানী ৭০/২০১৮, ৭২/২০১৮ ও ৮৪/২০১৮ নং মোকদ্দমা সমূহ প্রতিপক্ষ কর্তৃক উত্তোলন করিয়া আরবিট্রেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দরখাস্তকারী পক্ষ কর্তৃক প্রতিপক্ষ বরাবরে বিগত ২২/০৩/২০২১ ইং তারিখে এক পত্র প্রদান করিলে প্রতিপক্ষ উক্তপত্র প্রাপ্ত হইয়া প্রতিপক্ষের নিযুক্তীয় বিজ্ঞ কৌসুলী জনাব মোহাম্মদ ওমর ফারুক পারভেজ মাধ্যমে বিগত ২৯/০৩/২০২১ ইং তারিখের এক লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করিয়া উহাতে উল্লেখ করে যে, উভয়পক্ষের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য গঠিত আরবিট্রেশন ট্রাইবুনালের আরবিট্রেশন ১/২০১৯ নং মোকদ্দমায় বিগত ১৪/০৯/২০১৯ ইং তারিখে একতরফাভাবে এওয়ার্ড ঘোষণা করা হইয়াছে বিধায় উভয়পক্ষের মধ্যকার বিরোধ পুনরায় আরবিট্রেশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হওয়ার আইনগত কোন সুযোগ নাই। প্রতিপক্ষের নিযুক্তীয় বিজ্ঞ কৌসুলীর প্রেরিত লিগ্যাল নোটিশ প্রাপ্ত হইয়া দরখাস্তকারী পক্ষ হতবাক হইয়া যান। কারণ দরখাস্তকারী পক্ষ বর্ণিত

আরবিট্রেশন মোকদ্দমার শুনানীতে অংশ গ্রহণ করেন নাই এবং চূড়ান্ত শুনানী সম্পর্কে কোন কিছু জ্ঞাত ছিলেন না এবং দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ আরবিট্রেটর জনাব আনিসুজ্জামান চূড়ান্ত শুনানী আরম্ভ হইবার পূর্বেই ও ১৪/০৯/২০১৯ ইং তারিখে এওয়ার্ড প্রচারের বহু পূর্বে অর্থাৎ বিগত ২৯/০৭/২০১৯ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে আরবিট্রেশন ট্রাইবুনালের কার্যক্রম হইতে অব্যাহতি গ্রহণ করিয়াছেন।

৭। বর্ণিত বিষয়ে জ্ঞাত হইয়া দরখাস্তকারী পক্ষের দপ্তর হইতে আরবিট্রেশন কেস-১/২০১৯ মোকদ্দমার তর্কিত এওয়ার্ডের সহি মোহরী নকল সংগ্রহ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে বিগত ০৪/০৪/২০২১ ইং তারিখে দায়িত্ব দেওয়া হইলে মহামারী করোনার কারনে সরকার কর্তৃক ০৫/০৪/২০২১ ইং তারিখ হইতে দেশে লক ডাউন করা হইলে দরখাস্তকারী পক্ষের অফিস সহ সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন দপ্তরের কার্যক্রম বন্ধ হইয়া যায় এবং পরবর্তীতে স্বল্প পরিসরে সরকারী অফিস আদালতের কার্যক্রম শুরু হইলে দরখাস্তকারী পক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা আরবিট্রেশন ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব এম.ডি শামসুল হুদা এর কার্যালয়ে যাইয়া জানিতে পারেন যে, তিনি অসুস্থ হইয়া হাসপাতালে আছেন। পরবর্তীতে মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় সূষ্ঠ হইয়া বাসায় আসার বিষয়ে জ্ঞাত হইয়া দরখাস্তকারী পক্ষ তর্কিত আরবিট্রেশন কেস ১/২০১৯ এর এওয়ার্ডের সহি মোহরী নকলের জন্য বিগত ২০/০৫/২০২১ ইং তারিখে আবেদন করিয়া গত ২৩/০৫/২০২১ ইং তারিখে তর্কিত এওয়ার্ড সহ বর্ণিত মোকদ্দমার অর্ডারসীটের সহি মোহরী নকল প্রাপ্ত হইয়া দেখিতে পান যে, আরবিট্রেশন ট্রাইবুনালের বিজ্ঞ চেয়ারম্যান মহোদয় আরবিট্রেশন এ্যাক্ট ২০০১ এর আইনের পরিপন্থিতে আরবিট্রেশন ট্রাইবুনালের কার্যক্রম করিয়া সম্পূর্ণ বে-আইনী ও অবৈধভাবে তর্কিত আরবিট্রেশন ১/২০১৯ নং মোকদ্দমা দরখাস্তকারীর অজ্ঞাতে একতরফা ভাবে শুনানী করিয়া বেআইনী ও অবৈধভাবে দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অবাস্তব বেআইনী ও ন্যায়-নীতির পরিপন্থিতে এওয়ার্ড প্রদান করিয়াছেন “যাহার প্রেক্ষিতে অত্র দরখাস্তকারী পক্ষের ক্ষতির কারণ ঘটিয়াছে। সেকারণে অত্র দরখাস্তকারী পক্ষ বিজ্ঞ চেয়ারম্যান কর্তৃক তর্কিত আরবিট্রেশন কেস ১/২০১৯ নং মোকদ্দমায় বিগত ১৪/০৯/২০১৯ তারিখে প্রদত্ত বেআইনী ও অবৈধ এওয়ার্ড বাতিলের জন্য আরবিট্রেশন এ্যাক্ট ২০০১ এর ৪২ ও ৪৩ ধারার বিধান মতে অত্র আরবিট্রেশন মোকদ্দমা দায়ের করিলেন।

৮। তর্কিত আরবিট্রেশন ১/২০১৯ নং মোকদ্দমায় আরবিট্রেশন ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব মোঃ শামসুল হুদা (এম.ডি শামসুল হুদা) কর্তৃক স্বাক্ষরিত বিগত ১৪/০৯/২০১৯ ইং তারিখে প্রদত্ত এওয়ার্ড রদ, রহিত ও বাতিলের প্রার্থনায় নিম্নলিখিত কারণ ও যুক্তিসমূহের (Grounds) ভিত্তিতে অত্র আরবিট্রেশন মিস মোকদ্দমা দায়ের করা হইল।

কারণ ও যুক্তি সমূহ (Grounds) :

(১) যেহেতু আরবিট্রেশন ট্রাইবুনালের বিজ্ঞ চেয়ারম্যান অত্র মোকদ্দমার প্রতিপক্ষ যথা আরবিট্রেশনের ২য়পক্ষের দাবীর স্বপক্ষে দাখিলী লিখিত বক্তব্য ও প্রতিপক্ষের দাখিলী কাগজপত্র এবং প্রতিপক্ষের স্বাক্ষর প্রমাণ পর্যালোচনা ও বিবেচনা না করিয়া প্রকৃত অবস্থার পরিপন্থিতে প্রতিপক্ষ যথা দ্বিতীয়পক্ষের প্রতি পক্ষপাতমূলক ভাবে বেআইনী, তৎক্ষণাত ও দূনীতির আশ্রয়ে অবৈধভাবে আরবিট্রেশন ১/২০১৯ নং মোকদ্দমায় এওয়ার্ড প্রদান করিয়াছে সেহেতু প্রচারিত এওয়ার্ড আইন সঙ্গত হয় নহে এবং উহা রদ, রহিত ও বাতিলযোগ্য বটে।

(২) যেহেতু দরখাস্তকারী পক্ষ ও প্রতিপক্ষের মধ্যে সৃষ্ট জমি সংক্রান্ত বিরোধ আরবিট্রেশনের মাধ্যমে আরবিট্রেশন ট্রাইবুনাল গঠন করতঃ উহার মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য উভয়পক্ষের মধ্যে বিগত ২৭/১১/২০১৮ ইং তারিখে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের ১, ৫, ৯ ও ১২ নং দফার শর্তের পরিপন্থিতে আরবিট্রেশন কার্যক্রম পরিচালিত হইয়া আরবিট্রেশনের বিজ্ঞ চেয়ারম্যান প্রতিপক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া দূনীতির আশ্রয়ে তৎক্ষণাত ও পক্ষপাতমূলকভাবে আরবিট্রেশন এ্যাক্ট ২০০১ এর বিধানের পরিপন্থিতে প্রতিপক্ষের নির্দেশিত মতে অন্যায়, বেআইনী ও প্রকৃত অবস্থার এওয়ার্ড প্রদান করিয়াছেন যেহেতু প্রচারিত এওয়ার্ড আইন সঙ্গত হয় নাই এবং উহা রদ, রহিত ও বাতিলযোগ্য বটে।

- (৩) যেহেতু উভয়পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত ২৭/১১/২০১৮ তারিখের চুক্তিপত্রের ১নং দফায় বর্ণিত প্রকারে উভয়পক্ষের স্বীকৃত স্থানে আরবিট্রেশনের কার্যক্রম পরিচালিত না হওয়া দরখাস্তকারী পক্ষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চুক্তিপত্রের শর্তের বহির্ভূতভাবে অপর একটি স্থানে প্রতিপক্ষের ইচ্ছা অনুসারে বেআইনী ও অবৈধভাবে আরবিট্রেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হইয়াছে যাহা চুক্তির শর্তের বহির্ভূত ও আইন সঙ্গত নহে সেহেতু প্রচারিত এওয়ার্ড রদ, রহিত ও বাতিলযোগ্য বটে ।
- (৪) যেহেতু উভয়পক্ষের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য গঠিত আরবিট্রেশন ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান নিয়োগের বিষয়ে দরখাস্তকারী পক্ষের মতামত ও ইচ্ছা প্রতিফলিত হয় নাই এবং বিজ্ঞ চেয়ারম্যানের প্রতি দরখাস্তকারী গণের কোন আস্থা ছিল না এবং যেহেতু বিষয়টি বিজ্ঞ ট্রাইবুনালের নিকট উত্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও আরবিট্রেশন ট্রাইবুনালের বিজ্ঞ চেয়ারম্যান বিষয়টি উপেক্ষা করিয়া সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়া অতি দ্রুততার সাথে প্রতিপক্ষের ইচ্ছা ও পরামর্শ অনুসারে অবাস্তব ও ভিত্তিহীন ধারণার বশবর্তী হইয়া একতরফা ভাবে আরবিট্রেশন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া একতরফা ভাবে বেআইনী, অবৈধ ও পক্ষপাতমূলক এওয়ার্ড প্রদান করিয়াছেন সেহেতু প্রচারিত এওয়ার্ড আইন সঙ্গত হয় নাই এবং সেকারনে উহা রদ, রহিত ও বাতিলযোগ্য বটে ।
- (৫) যেহেতু আরবিট্রেশন ট্রাইবুনাল মোকদ্দমা চূড়ান্ত শুনানী আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই তিনজন আরবিট্রিটরের মধ্যে একজন আরবিট্রিটর অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ জনাব আনিসুজ্জামান বিগত ২৯/০৭/২০১৯ ইং তারিখে আরবিট্রেশন ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান বরাবরে একপত্রের মাধ্যমে আরবিট্রেশনের কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবেন না মর্মে অব্যাহতি গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিষয়টি বিজ্ঞ চেয়ারম্যান মহোদয় আরবিট্রেশন ১/২০১৯ নং মোকদ্দমার ০৯/০৮/২০১৯ ইং তারিখের আদেশ পত্রে বর্ণিত বিষয় উল্লেখ করতঃ আরবিট্রেশনের কার্যক্রম স্থগিত করিয়া ও আরবিট্রেশন এ্যাক্ট ২০০১ এর ১৫ ও ১৬ ধারার পরিপন্থিতে বিগত ২৩/০৮/২০১৯ ইং তারিখে তর্কিত আরবিট্রেশন মোকদ্দমায় বেআইনীভাবে অত্র দরখাস্তকারী পক্ষের অজ্ঞাতে একতরফা শুনানী করিয়া পরবর্তীতে আইন ও ন্যায়নীতি পরিপন্থিতে বিগত ১৪/০৯/২০১৯ ইং তারিখে একতরফা সূত্রে বেআইনী ও অবৈধ এওয়ার্ড প্রদান করিয়াছেন সেহেতু প্রচারিত এওয়ার্ড আইন সঙ্গত হয় নাই এবং উহা রদ, রহিত ও বাতিলযোগ্য বটে ।
- (৬) যেহেতু আরবিট্রেশন এ্যাক্ট, ২০০১ এর ৩৮ ধারার বিধানের পরিপন্থিতে তর্কিত আরবিট্রেশন ট্রাইবুনালের বিজ্ঞ চেয়ারম্যান কর্তৃক একক স্বাক্ষরে অর্থাৎ অপর আরবিট্রিটরগণের পরামর্শ ছাড়া ও তাহাদের স্বাক্ষর গ্রহণ ব্যতীত এওয়ার্ড প্রদান করিয়াছেন যাহা আরবিট্রেশন আইনের পরিপন্থি সেহেতু প্রচারিত এওয়ার্ড আইন সংগত হয় নাই এবং তাহা রদ, রহিত ও বাতিলযোগ্য বটে ।
- (৭) যেহেতু প্রতিপক্ষ যথা আরবিট্রেশনের দ্বিতীয়পক্ষ আরবিট্রেশন চুক্তিপত্রের শর্ত সমূহ অগ্রাহ্য করিয়া বিরোধীয় বিষয় সম্পর্কে গাজীপুর ১ম যুগ্ম জেলা জজ আদালতে ৭০/২০১৮, ৭২/২০১৮ ও ৮৪/২০১৮ নম্বর তিনটি মোকদ্দমা দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে দায়ের করায় আরবিট্রেশন চুক্তির বরখেলাপের কারণে আরবিট্রেশন ট্রাইবুনালের কার্যক্রম আইন সঙ্গত ছিল না এবং যেহেতু দরখাস্তকারী পক্ষ কর্তৃক আরবিট্রেশন ট্রাইবুনালের বিজ্ঞ চেয়ারম্যানের নিকট লিখিত ভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করা সত্ত্বেও বিজ্ঞ চেয়ারম্যান মহোদয় তাহা উপেক্ষা করিয়া প্রতিপক্ষ যথা-দ্বিতীয়পক্ষের ইচ্ছা ও নির্দেশিত মতে পক্ষপাত মূলক, তৎক্ষণাতর ও দূনীতির আশ্রয়ে প্রতিপক্ষের ভিত্তিহীন দাবীকে সমর্থন করিয়া সম্পূর্ণ অন্যায়ে ও বেআইনীভাবে, প্রতিপক্ষের পক্ষে এওয়ার্ড প্রদান করিয়া বিচার বিভাগে ঘটাইয়াছেন যাহা ন্যায় ও নিরপেক্ষ হয় নাই সেহেতু প্রচারিত এওয়ার্ড রদ, রহিত ও বাতিলযোগ্য বটে ।
- (৮) যেহেতু তর্কিত আরবিট্রেশন ট্রাইবুনালের বিজ্ঞ চেয়ারম্যান প্রতিপক্ষ যথা দ্বিতীয়পক্ষের দাখিলী লিখিত বক্তব্য ও উহার সমর্থনে দাখিলী দলিলাত কাগজপত্র ন্যায়-নীতির আলোকে নিরপেক্ষভাবে পরীক্ষা ও বিবেচনা না করিয়া সম্পূর্ণ অবাস্তব ভাবে প্রকৃত অবস্থার পরিপন্থিতে প্রতিপক্ষ যথা দ্বিতীয়পক্ষের নির্দেশিত মতে প্রতিপক্ষের পক্ষে এওয়ার্ড প্রদান করিয়া বিচার বিভাগে ঘটাইয়াছেন সেহেতু প্রচারিত এওয়ার্ড আইন সঙ্গত হয় নাই এবং উহা রদ, রহিত ও বাতিলযোগ্য বটে ।

(৯) যেহেতু তর্কিত আরবিট্রেশন মোকদ্দমায় আরবিট্রেশন ট্রাইবুনালে বিজ্ঞ চেয়ারম্যান আরবিট্রেশন এ্যাক্টের ও উভয়পক্ষের চুক্তির পরিপন্থিতে এককভাবে সিদ্ধান্ত লইয়া বেআইনী ও অবৈধভাবে এওয়ার্ড প্রদান করিয়াছেন সেহেতু প্রচারিত এওয়ার্ড আইনত; তিষ্ঠনীয় নহে এবং সেহেতু প্রচারিত এওয়ার্ড রদ, রহিত ও বাতিলযোগ্য বটে।

(১০) অত্র মিস মোকদ্দমার শুনানীকালে অপরাপর কারণ ও যুক্তিসমূহ উপস্থাপন করা হইবে।
উপরোক্ত কারণ ও অবস্থাদ্বীনে দরখাস্তকারী যথা আরবিট্রেশনের ১ম পক্ষের সবিনয় প্রার্থনা এই যে, হুজুর আদালত অনুগ্রহপূর্বক অত্র আরবিট্রেশন মিস মোকদ্দমাটি শুনানীর জন্য গ্রহণ করতঃ প্রতিপক্ষ যথা আরবিট্রেশনের দ্বিতীয়পক্ষ বরাবরে নোটিশ প্রদানে উভয়পক্ষে শুনানী অত্তে আরবিট্রেশন ১/২০১৯ নং মোকদ্দমায় তিনজন আরবিট্রিটরের মধ্যে একজন আরবিট্রিটর যথা বিজ্ঞ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শামসুল হুদা (এম.ডি শামসুল হুদা) কর্তৃক যথা এককভাবে ও এক তরফা সূত্রে প্রদত্ত বিগত ১৪/০৯/২০১৯ ইং তারিখের বেআইনী, অবৈধ, পক্ষপাতমূলক, দুর্নীতি ও তথ্যকতা মূলক এওয়ার্ড রদ, রহিত ও বাতিলের আদেশ দানে সুবিচার করিতে মর্জি হয়।

এবং

ইত্যবসরে অত্র আরবিট্রেশন মিস মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তর্কিত আরবিট্রেশন ১/২০১৯নং মোকদ্দমায় বিগত ১৪/৯/২০১৯ ইং তারিখে আরবিট্রেশন ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত বেআইনী ও অবৈধ এওয়ার্ডের কার্যকারিতা স্থগিত (stay) রাখিবার যথাবিহীত আদেশ দানে সুবিচার করিতে মর্জি হয়।

হলফনামা

আমি, ইমরান হোসেন, পিতা-মোঃ কাওসার আলী, সাং-আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, কল্যাণ ও পুনর্বাসন পরিদপ্তর, অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল শাখা, সেনা সদর, ঢাকা সেনানিবাস, থানা-ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, জেলা-ঢাকা, জাতি-মুসলমান, ধর্ম-ইসলাম জাতীয়তা- বাংলাদেশী, বয়স-৩৫ বৎসর, পেশা-চাকুরী, প্রতিজ্ঞা পূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে,

১। আমি অত্র মোকদ্দমার দরখাস্তকারী প্রতিষ্ঠানের আইন কর্মকর্তা এবং অত্র মোকদ্দমার দরখাস্তকারী পক্ষে তদ্বিরকারক এবং মোকদ্দমার যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত আছি।

২। অত্র হলফনামার ১নং দফায় এবং সঙ্গীয় অত্র আরবিট্রেশন মিস মোকদ্দমার দরখাস্তে বর্ণিত বিবরণ আমার জ্ঞান মতে সত্য।

অদ্য ২৫/০৫/২০২১ ইং তারিখে বেলা ১১.০৫ ঘটিকার সময় অত্র আদালতের হলফনামা কশিনারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অত্র হলফনামার মর্ম ও ফলাফল সম্যক অবগত হইয়া অত্র হলফনামা সম্পাদন করিলাম।

স্বা/- মোঃ ইমরান হোসেন

হলফকারী

অদ্য ২৫.০৫.২০২১ ইং মোতাবেক --- হলফকারী আমার পরিচিত এবং অদ্য বাং তারিখ বেলা ১১ঃ০৫ ঘটিকায় ২৫/০৫/২০২১ ইং তারিখে অত্র আদালতের ঢাকার জেলা জজ আদালতে আমার হলফনামা কমিশনারের সম্মুখে তাহাকে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সত্যপাঠ পূর্বক সনাক্ত করিলাম।
উপরোক্ত ঘোষণা করিলেন।
ঘোষণাকারী এ্যাডভোকেট জনাব সুশান্ত কুমার বসু কর্তৃক সনাক্তকৃত।

স্বাঃ/অস্পষ্ট
কমিশনার
২৫.০৫.২০২১

স্বা/-অস্পষ্ট
এ্যাডভোকেট
২৫.০৫.২০২১

(Susanta Kumar Basu)

Advocate

Bangladesh Supreme Court
49, Jhonson Road (5th Floor)
Sutrapur, Dhaka-1100.
Mob. 01715-052125

৯. গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তামাদি আইনের ৫ ধারার বিধানমতে দাখিলকৃত দরখাস্তটি (Annexure-D) নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

সীল

জেলা ও দায়রা জজ আদালত

দাখিলঃ

25 MAY 2021

ঢাকা।

জিলা ঢাকার ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত ও আরবিট্রেশন ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।

আরবিট্রেশন মিস কেস নং- ১৬৬/২০২১

আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট

----- দরখাস্তকারী

= বনাম =

বিগবস কর্পোরেশন লিমিটেড ও শাণিলা ফ্যাশন লিমিটেড

-----প্রতিপক্ষ

তামাদি আইনের ৫ ধারার বিধান মতে দরখাস্ত।

দরখাস্তকারী পক্ষ সবিনয় নিবেদন এই যে,

- ১। দরখাস্তকারী আরবিট্রেশন ১/২০১৯ নং মোকদ্দমায় বিজ্ঞ চেয়ারম্যান কর্তৃক একক স্বাক্ষরে একতরফাভাবে আরবিট্রেশন এ্যাক্ট ২০০১ এর পরিপন্থিতে বিগত ১৪/০৯/২০১৯ ইং তারিখে প্রদত্ত বেআইনী ও অবৈধ এওয়ার্ড রদ, রহিত ও বাতিলের জন্য অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন।
- ২। দরখাস্তকারী পক্ষ মূলক আরবিট্রেশন মোকদ্দমায় অংশ গ্রহণ করেন নাই এবং মূল আরবিট্রেশন মোকদ্দমায় দরখাস্তকারী পক্ষের মনোনীত আরবিট্রেশন আরবিট্রেশন মোকদ্দমার কার্যক্রম অংশ গ্রহণ করিবেন না মর্মে নিজেস্ব প্রত্যাহার করার প্রেক্ষিতে মূল আরবিট্রেশন মোকদ্দমা স্থগিত করা হয় এবং তিনজন আরবিট্রেশনের মধ্যে শুধুমাত্র চেয়ারম্যান এককভাবে আরবিট্রেশন মোকদ্দমা শুনানী করিয়া আরবিট্রেশন এ্যাক্টের পরিপন্থিতে বেআইনীভাবে ১৪/০৯/২০১৯ ইং তারিখে দরখাস্তকারীর অজ্ঞাতে একতরফা ভাবে এওয়ার্ড প্রদান করেন। যাহা দরখাস্তকারী পক্ষ জ্ঞাত ছিলেন না।
- ৩। দরখাস্তকারী পক্ষ ও প্রতিপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত আরবিট্রেশন চুক্তির প্রেক্ষিতে প্রতিপক্ষ কর্তৃক বিরোধী সম্পত্তি সম্পর্কে প্রতিপক্ষ কর্তৃক দরখাস্তকারী পক্ষের বিরুদ্ধে দাখিলী দেওয়ানী মোকদ্দমা উত্তোলন পূর্বেক আরবিট্রেশন চুক্তির অনুসারে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য দরখাস্তকারী পক্ষ কর্তৃক বিগত ২২/০৩/২০২১ ইং তারিখে প্রতিপক্ষ বরাবরে একপত্র প্রদান করিলে প্রতিপক্ষ উক্ত পত্র প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের নিযুক্তীয় বিজ্ঞ কৌসুলীর মাধ্যমে বিগত ২৯/০৩/২০২১ ইং তারিখের লিগ্যাল নোটিশ মাধ্যমে দরখাস্তকারী পক্ষকে জ্ঞাত করায় যে বিরোধী সম্পত্তি সম্পর্কে আরবিট্রেশন ১/২০১৯ নং মোকদ্দমায় বিগত ১৪/০৯/২০১৯ ইং তারিখে এওয়ার্ড প্রদত্ত হইয়াছে এবং তাহাদের করণীয় কিছুই নাই। প্রতিপক্ষের প্রেরিত বিগত ২৯/০৩/২০২১ ইং তারিখের বর্ণিত লিগ্যাল নোটিশ দরখাস্তকারী পক্ষ বিগত ০৪/০৪/২০২১ ইং তারিখে প্রাপ্ত হন এবং পরবর্তীতে ০৫/০৫/২০২১ ইং তারিখ হইতে মহামারী করোনার কারণে লকডাউন ঘোষিত হইলে দেশের সরকারী ও বেসরকারী সকল অফিসের কার্যক্রম বন্ধ হইয়া যায় এবং পরবর্তীতে স্বল্প পরিসরে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হইলে দরখাস্তকারী পক্ষ তর্কিত আরবিট্রেশনের চেয়ারম্যান সাহেবের অফিসে যাইয়া জানিতে পারেন যে, তিনি অসুস্থ হইয়া হাসপাতালে আছেন এবং বিজ্ঞ চেয়ারম্যান হাসপাতাল হইতে ১৮/০৫/২০২০ ইং তারিখে বাসায় আসিলে দরখাস্তকারী পক্ষ বিষয়টি জ্ঞাত হইয়া বিগত ২৫/০৫/২০২১ ইং তারিখে আরবিট্রেশনের বিজ্ঞ চেয়ারম্যান সাহেবের অফিসে যাইয়া তর্কিত আরবিট্রেশন ১/২০১৯ নং মোকদ্দমার সহি মোহরী নকলের দরখাস্ত দিয়া ২৩/০৫/২০২১ ইং তারিখে বর্ণিত এওয়ার্ডের সহি মোহরী নকল প্রাপ্ত হইয়া অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিতে ১৮৮ দিন বিলম্ব হইয়াছে। দরখাস্তকারীপক্ষ মূল আরবিট্রেশন মোকদ্দমায় একতরফা শুনানী ও রায় প্রচারের বিষয়ে প্রতিপক্ষের প্রদত্ত লিগ্যাল নোটিশ-০৪/০৪/২০২১ ইং তারিখে প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে জ্ঞাত ছিলেন না এবং সর্ব প্রথম

প্রতিপক্ষের লিগ্যাল নোটিশের মাধ্যমে ০৪/০৪/২০২১ ইং তারিখের তর্কিত এওয়ার্ড বিষয়ে জানিতে পারেন। বর্ণিত বিলম্বের বিষয়ে দরখাস্তকারীর কোন এচিট নাই বিধায় বর্ণিত ১৮৮ দিন বিলম্ব মওকুফ করতঃ অত্র মোকদ্দমাটি শুনানীর জন্য গ্রহণের আদেশ হওয়া গত আবশ্যিক। অন্যথায় দরখাস্তকারী পক্ষের অপূরণীয় ক্ষতির কারণ ঘটিবে। উপরোক্ত কারণ ও অবস্থায় দরখাস্তকারী পক্ষে সবিনয় প্রার্থনা এই যে, হজুর আদালত অনুগ্রহ পূর্বক ন্যায় বিচারের স্বার্থে অত্র মোকদ্দমা দায়েরে ১৮৮ দিন বিলম্ব মওকুফ করতঃ অত্র মোকদ্দমাটি শুনানীর জন্য গ্রহণ করিবার আদেশ দানে সুবিচার করিতে মর্জি হয়।

হলফনামা

আমি, ইমরান হোসেন, পিতা-মোঃ কাওসার আলী, সাং-আমি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, কল্যাণ ও পুনর্বাসন পরিদপ্তর, অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল শাখা, সেনা সদর, ঢাকা সেনানিবাস, থানা-ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, জেলা-ঢাকা, জাতি-মুসলমান, ধর্ম-ইসলাম জাতীয়তা- বাংলাদেশী, বয়স-৩৫ বৎসর, পেশা-চাকুরী, প্রতিজ্ঞা পূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে,

১। আমি অত্র মোকদ্দমার দরখাস্তকারী প্রতিষ্ঠানের আইন কর্মকর্তা এবং অত্র মোকদ্দমার দরখাস্তকারী পক্ষে তদ্বিরকারক এবং মোকদ্দমার যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত আছি।

২। অত্র হলফনামার ১নং দফায় এবং সঙ্গীয় অত্র আরবিট্রেশন মিস মোকদ্দমার দরখাস্তে বর্ণিত বিবরণ আমার জ্ঞান মতে সত্য।

অদ্য ২৫/০৫/২০২১ ইং তারিখে বেলা ১১.০৫ ঘটিকার সময় অত্রাদালতের হলফনামা কমিশনারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অত্র হলফনামার মর্ম ও ফলাফল সম্যক অবগত হইয়া অত্র হলফনামা সম্পাদন করিলাম।

স্বা/- মোঃ ইমরান হোসেন

হলফকারী

অদ্য ২৫.০৫.২০২১ ইং মোতাবেক --- হলফকারী আমার পরিচিত এবং অদ্য
বাং তারিখ বেলা ১১ঃ০৫ ঘটিকায় ২৫/০৫/২০২১ ইং তারিখে
ঢাকার জেলা জজ আদালতে আমার অত্রাদালতের হলফনামা কমিশনারের
সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সত্যপাঠ পূর্বক সম্মুখে তাহাকে সনাক্ত করিলাম।
উপরোক্ত ঘোষণা করিলেন।

ঘোষণাকারী এ্যাডভোকেট জনাব সুশান্ত

কুমার বসু কর্তৃক সনাক্তকৃত।

স্বাঃ/অস্পষ্ট

কমিশনার

২৫.০৫.২০২১

স্বা/- অস্পষ্ট

এ্যাডভোকেট

২৫.০৫.২০২১

(Susanta Kumar Basu)

Advocate

Bangladesh Supreme Court

49, Jhonson Road (5th

Floor)

Sutrapur, Dhaka-1100.

Mob. 01715-052125

১০. গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ জেলা জজ, ঢাকা কর্তৃক আরবিট্রেশন মিস কেস নং- ১৬৬/২০২১-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৩.০৬.২০২১ তারিখের রায় ও আদেশ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-

“২-----১৩.০৬.২০২১

আবেদনের প্রেক্ষিতে নথি উপস্থাপন করা হলো। অদ্য গ্রহণযোগ্যতা শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। দরখাস্তকারী পক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। গ্রহণযোগ্যতা শুনানীর জন্য নথি পেশ করা হলো।

Heard the learned lawyer for the petition, perused the stay petition & petition under Section 5 of the Limitation Act for

condonation of delay of 188 days in preferring the case which has been satisfactorily explained by the petitioner.

Considering the grounds narrated in the petition of condonation of delay, I do condone delay in filing of the case & accordingly the case is admitted for hearing.

Issue notice upon the O.P. fixing 13.07.2021 for S.R. & A.D.

The petitioner is directed to file postal receipts by 13.07.2021.

The Operation of the impugned award dated 14.09.2019 be stayed until further order.

Dictated & Corrected by me.

*Sd/-Mohammad Showkat Ali Chowdhury
District Judge, Dhaka.*

১১. বিগত ইংরেজী ২৭.১১.১৮ তারিখে সম্পাদিত আরবিট্রেশন চুক্তিপত্রের প্রথম পক্ষ আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট অবসর প্রাপ্ত জেলা জজ আনিসুজ্জামানকে তাদের সালিশকারী নিয়োগ করেন। অতঃপর প্রথম পক্ষ আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর সালিশকারীর উপস্থিতিতে সালিশী কার্যক্রম শুরু হয়। অবসর প্রাপ্ত জেলা জজ আনিসুজ্জামান সালিশী কার্যক্রম চলাকালে এক পর্যায়ে কোন কারণ উল্লেখ না করে সালিশী কার্যক্রম থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করেন। অতঃপর সালিশী ট্রাইব্যুনাল বিগত ইংরেজী ১৪.০৯.২০১৯ তারিখে সালিশী রোয়েদাদ প্রদান করেন। উপরিলিখিত সালিশী রোয়েদাদ প্রাপ্তির ১৮৮ দিন পর সালিশী চুক্তির প্রথম পক্ষ আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট সালিশী রোয়েদাদ বাতিলের নিমিত্তে সালিশী আইন ২০০১ এর ধারা ৪২ মোতাবেক দরখাস্ত দাখিল করলে বিজ্ঞ জেলা জজ ১৮৮ দিন বিলম্ব মওকুফ করে দরখাস্তটি শুনানীর জন্য গ্রহণ করেন। জেলা জজ, ঢাকা কর্তৃক উপরিলিখিত বিলম্ব মওকুফের বিগত ইংরেজী ১৩.০৬.২০২১ তারিখের আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে দরখাস্তকারী অত্র সিভিল রিভিশন মোকদ্দমা দাখিল করে।

১২. অত্র মোকদ্দমায় আদালতের সামনে প্রশ্ন হলো- সালিশী আইন, ২০০১ এর ৪২ ধারায় প্রদত্ত ৬০ (ষাট) দিন সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর কোন পক্ষ কর্তৃক সালিশী রোয়েদাদ বাতিলের আবেদন দাখিলে তামাদি আইনের ৫ ধারার সুযোগ পেতে হকদার কিনা? অর্থাৎ সালিশী রোয়েদাদ বাতিলের আবেদন আইনে বর্ণিত নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সংক্ষুব্ধ পক্ষ বিলম্বের দরখাস্তসহ দাখিল করতে আইনগতভাবে এখতিয়ার সম্পন্ন কিনা?

১৩. গুরুত্বপূর্ণ বিধায় The Limitation Act, 1908 Contents (As modified up to 2007) এর ধারা ৩ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

“3.Dismissal of suits, etc. instituted, etc., after period of limitation- Subject to the provisions contained in sections 4 to 25 (inclusive), every suit instituted, appeal preferred and application made, after the period of limitation prescribed thereof by the first schedule shall be dismissed, although limitation has not been set up as a defence.”

“ ধারা ৩। তামাদির মেয়াদ শেষে দায়েরকৃত মামলা ইত্যাদি খারিজ।- এই আইনের ৪ থেকে ২৫ ধারার (উভয় ধারাসহ) সাপেক্ষে প্রথম তফসিলে এতদদৃশ্যে নির্ধারিত তামাদির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর মামলা, আপীল বা দরখাস্ত দায়ের বা দাখিল করা হলে বিবাদী পক্ষ যদি তামাদির প্রশ্ন উত্থাপন নাও করে, তবুও উক্ত মামলা, আপীল বা দরখাস্ত খারিজ বলে বিবেচিত হবে।”

(তামাদি আইনঃ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ, মোঃ আব্দুল হালিম, ব্যারিস্টার-এট-ল এর বই হতে সংগৃহীত)

১৪. উপরিলিখিত তামাদি আইনের ধারা ৩ মোতাবেক তামাদি আইনের ৪ থেকে ২৫ ধারার (উভয় ধারাসহ) বিধান সাপেক্ষে তামাদি আইনের প্রথম তফসিলে প্রদত্ত নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর মামলা, আপীল বা দরখাস্ত দায়ের করলে বিবাদীপক্ষ বা প্রতিপক্ষ বা অপরপক্ষ তামাদির প্রশ্ন উত্থাপন নাও করলে উক্ত মামলা, আপীল বা দরখাস্ত খারিজ বলে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ তামাদি আইনের প্রথম তফসিলে বর্ণিত সময়ের মধ্যেই সকল মামলা, আপীল বা দরখাস্ত দাখিল করতেই হবে।

১৫. এখন আমরা দেখব এর কোন ব্যতিক্রম করা যায় কিনা? উত্তর হল হ্যাঁ করা যায়। কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে প্রথম তফসিলে বর্ণিত মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে। সে সম্পর্কে তামাদি আইনের ধারা ৫ এ বর্ণিত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিধায় The Limitation Act, 1908 এর ধারা ৫ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

“5. Any appeal or application for a revision or a review of judgment or for leave to appeal or any other application to which this section may be made applicable by or under any enactment for the time being in force may be admitted after the period of limitation prescribed therefor, when the appellant or applicant satisfies the Court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period.”

“ধারা ৫। কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ।- কোন আপীল বা রায় পুনর্বিচার বা পুনরীক্ষণের দরখাস্ত বা আপীল করার অনুমতি প্রার্থনার দরখাস্ত বা অন্য কোন দরখাস্ত, যার উপর এই ধারা বর্তমানে কার্যকর অন্য কোন আইনের দ্বারা বা অধীনে প্রযোজ্য করা হয়, তার নির্দিষ্ট তামাদির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর গৃহীত হতে পারে, যদি আপীলকারী বা দরখাস্তকারী এই মর্মে আদালতকে সন্তুষ্ট করতে পারে যে, নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে আপীল দায়ের বা দরখাস্তটি দাখিল না করার যথেষ্ট কারণ ছিল।”

(তামাদি আইনঃ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ, মোঃ আব্দুল হালিম, ব্যারিস্টার-এট-ল এর বই হতে সংগৃহীত)

১৬. উপরিলিখিত ধারা ৫ সহজ সরল পাঠে এটি কাঁচের মত স্পষ্ট যে, কোন আপীল বা রায় পুনর্বিচার বা পুনরীক্ষণের দরখাস্ত বা আপীল করার অনুমতি প্রার্থনার দরখাস্ত বা অন্য কোন দরখাস্ত, যার উপর এই ধারা বর্তমানে কার্যকর অন্য কোন আইনের দ্বারা বা অধীনে প্রযোজ্য করা হয়, তার নির্দিষ্ট তামাদির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর গৃহীত হতে পারে, যদি আপীলকারী বা দরখাস্তকারী এই মর্মে আদালতকে সন্তুষ্ট করতে পারে যে, নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে আপীল দায়ের বা দরখাস্তটি দাখিল না করার যথেষ্ট কারণ ছিল।

১৭. অর্থাৎ কোন আপীল দায়েরে, রায় পুনর্বিচার দায়েরে, পুনর্নিরীক্ষণের দরখাস্ত দায়েরে আপীল করার অনুমতি প্রার্থনায় এবং অন্য কোন দরখাস্ত দায়েরে বর্তমানে কার্যকর কোন আইন দ্বারা বা কোন আইনের অধীন তামাদি আইনের ৫ ধারার বিধান প্রযোজ্য করা হলে তামাদির নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও আদালতের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে আপীল দায়ের বা দরখাস্ত গৃহীত হতে পারে।

১৮. গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে The Limitation Act, 1908 Contents (As modified up to 2007) এর ধারা ২৯ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

“29. Savings-(1) Nothing in this Act shall affect section 25 of the Contract Act, 1872.

(2) Where any Special law prescribes for any suit, appeal or application a period of limitation different from the period prescribed therefor by the first schedule, the provisions of section 3 shall apply, as if such period were prescribed therefor in that schedule, and for the purpose of determining any period of limitation prescribed for any suit, appeal or application by any special law-

(a) the provisions contained in section 4, sections 9 to 18, and section 22 shall apply only insofar as, and to the extent to which, they are not expressly excluded by such special law; and

(b) the remaining provisions of this Act shall not apply.

(3) Nothing in this Act shall apply to suits under the Divorce Act, 1869.

(4) Sections 26 and 27 and the definition of “easement” in section 2 shall not apply to cases arising in territories to which the Easements Act, 1882, may for the time being extend.”

“২৯। সংরক্ষণ।-(১) এই আইনের কোন বিধান ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের (১৮৭২ সালের ৯নং আইন) ২৫ ধারাকে প্রভাবিত করবে না।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন বিশেষ আইনে কোন মামলা, আপীল বা দরখাস্তের জন্য এই আইনের প্রথম তফসিলে নির্ধারিত মেয়াদ অপেক্ষা ভিন্নতর তামাদির মেয়াদের বিধান আছে, সেক্ষেত্রে এই আইনের ৩ ধারার বিধানসমূহ এমনভাবে প্রযোজ্য হবে, যেন উক্ত ভিন্নতর মেয়াদ এই আইন অনুযায়ী কোন মামলা, আপীল বা দরখাস্তের তামাদির মেয়াদ গণনার উদ্দেশ্যে-

(ক) এই আইনের ৪ ধারা, ৯ থেকে ১৮ ধারা ও ২২ ধারার বিধানসমূহ সেই পরিমাণে প্রযোজ্য হবে, যে পরিমাণ তা উক্ত বিশেষ আইনের স্পষ্ট বহির্ভূত না, এবং

(খ) এই আইনের অবশিষ্ট বিধানসমূহ প্রযোজ্য হবে না।

(৩) এই আইনের কোন বিধান বিবাহ বিচ্ছেদ আইন (১৮৬৯ সালের ৪নং আইন) অনুসারে আনীত মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

(৪) যে সকল এলাকা ১৮৮২ সালের সুখাধিকার আইনের আওতাভুক্ত সে সকল এলাকা থেকে উদ্ধৃত মামলার ক্ষেত্রে আইনের ২৬ ও ২৭ ধারা এবং ২ ধারায় বর্ণিত 'সুখাধিকার' এর সংজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না।”

(তামাদি আইনঃ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ, মোঃ আব্দুল হালিম, ব্যারিস্টার-এট-ল এর বই হতে সংগৃহীত)

১৯. তামাদি আইনের উপরিল্লিখিত ধারা ২৯(২) মোতাবেক যে ক্ষেত্রে কোন বিশেষ আইনে কোন মামলা, আপীল বা দরখাস্তের জন্য তামাদি আইনের প্রথম তফসিলে নির্ধারিত মেয়াদ অপেক্ষা ভিন্নতর তামাদির মেয়াদের বিধান আছে, সেক্ষেত্রে এই আইনের ৩ ধারার বিধানসমূহ এমনভাবে প্রযোজ্য হবে, যেন উক্ত ভিন্নতর মেয়াদ এই আইন অনুযায়ী কোন মামলা, আপীল বা দরখাস্তের তামাদির মেয়াদ গণনার উদ্দেশ্যে-এই আইনের ৪ ধারা, ৯ থেকে ১৮ ধারা ও ২২ ধারার বিধানসমূহ সেই পরিমাণে প্রযোজ্য হবে, যে পরিমাণ তা উক্ত বিশেষ আইনের স্পষ্ট বহির্ভূত না, এবং তামাদি আইনের অবশিষ্ট বিধানসমূহ প্রযোজ্য হবে না।

২০. প্রথমত কোন বিশেষ আইনে কোন মামলা, আপীল বা দরখাস্ত দাখিলের জন্য তামাদি আইন, ১৯০৮ এর প্রথম তফসিলে বর্ণিত নির্ধারিত মেয়াদ অপেক্ষা ভিন্নতর তামাদির মেয়াদের বিধান থাকলে, অর্থাৎ তামাদি আইনের প্রথম তফসিলে মামলা, আপীল বা দরখাস্ত দাখিলে যে মেয়াদ বা সময় দেওয়া সে মেয়াদ ও সময়ের পরিবর্তে ভিন্নতর তামাদির মেয়াদ বা সময় দেওয়া থাকলে তামাদি আইনের ২৯(২)(ক) মোতাবেক বিশেষ আইনের যে পরিমাণ সরাসরি বহির্ভূত না হবে সে পরিমাণ তামাদি আইনের ৪ ধারা, তামাদি আইনের ৯ থেকে ১৮ ধারা এবং ২২ ধারার বিধান সমূহ প্রযোজ্য হবে এবং ২৯(২)(খ) মোতাবেক তামাদি আইনের ২৯(২)(ক) ধারার বিধান ব্যতীত তামাদি আইনের অবশিষ্ট বিধান সমূহ প্রযোজ্য হবে না।

২১. অর্থাৎ বিশেষ আইনে ভিন্নতর তামাদির মেয়াদের বিধান সুনির্দিষ্ট থাকলে তামাদি আইনের ধারা ২৯(২) মোতাবেক তামাদি আইনের ধারা ৫ প্রযোজ্য হবে না।

২২. গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সালিশী আইন, ২০০১ এর ধারা ৪২ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

৪২। সালিসী রোয়েদাদ বাতিলের আবেদন- (১) কোন পক্ষ কর্তৃক সালিসী রোয়েদাদ প্রাপ্তির ষাট দিনের মধ্যে দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে আদালত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিসে প্রদত্ত রোয়েদাদ ব্যতীত এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন সালিসী রোয়েদাদ বাতিল করিতে পারিবে।

(২) কোন পক্ষ কর্তৃক সালিসী রোয়েদাদ প্রাপ্তির ষাট দিনের মধ্যে দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে হাইকোর্ট বিভাগ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিসে প্রদত্ত কোন সালিসী রোয়েদাদ বাতিল করিতে পারিবে।

২৩. উপরিল্লিখিত ধারা ৪২ সহজ সরল পাঠে এটি কাঁচের মত স্পষ্ট যে, সালিশী রোয়েদাদ প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশী রোয়েদাদ বাতিলের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সালিশে প্রদত্ত রোয়েদাদ ব্যতীত সালিশী আইন, ২০০১ এর অধীন প্রদত্ত সালিশী রোয়েদাদ বাতিলের ক্ষেত্রে জেলা জজ আদালতে আবেদন দাখিল করতে হবে।

২৪. যেহেতু সালিশী আইন, ২০০১ এর ৪২ ধারার দরখাস্ত দায়েরে ৬০ (ষাট) দিন সময় প্রদত্ত হয়েছে সেহেতু তামাদি আইনের ২৯(২) ধারার বিধান মোতাবেক তামাদি আইনের ৫ ধারা প্রযোজ্য নয়। ফলে সালিশী আইন, ২০০১ এর ৪২ ধারায় বর্ণিত ৬০ (ষাট) দিন অতিবাহিত হওয়ার পর রোয়েদাদ বাতিলের দরখাস্ত আইন দ্বারা বারিত।

২৫. অত্র মোকদ্দমায় আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর উপর সালিশী আইন, ২০০১ এর ৪২ ধারার বিধান মোতাবেক সালিশী রোয়েদাদ প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সালিশী রোয়েদাদ বাতিলের আবেদন জেলা জজ আদালতে দাখিল করার বাধ্যবাধকতা ছিল। কিন্তু আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট সালিশী রোয়েদাদ প্রাপ্তির ১৮৮ দিন পর সালিশী আইন, ২০০১ এর ৪২ ধারা মোতাবেক সালিশী রোয়েদাদ বাতিলের নিমিত্তে আরবিট্রেশন মিস কেইস নং- ১৬৬/২০২১ তামাদি আইন এর ৫ ধারার দরখাস্তসহ দাখিল করেন।

২৬. যেহেতু আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট সালিশী আইন, ২০০১ এর ৪২ ধারায় বর্ণিত সময়সীমা তথা ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সালিশী রোয়েদাদ বাতিলের দরখাস্ত দাখিল করেন নাই, সেহেতু বিজ্ঞ জেলা জজ, ঢাকা কর্তৃক উক্ত দরখাস্ত সরাসরি প্রত্যাখান করা উচিত ছিল। কিন্তু বিজ্ঞ জেলা জজ, ঢাকা আইনের ভুল ব্যাখ্যা করে আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট কর্তৃক দাখিলকৃত সালিশী রোয়েদাদ বাতিলের দরখাস্ত দাখিলে ১৮৮ দিন বিলম্বের দরখাস্ত এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে গ্রহণ করে এবং উক্ত বিলম্ব মওকুফ করে রোয়েদাদ বাতিলের দরখাস্তটি শুনানীর জন্য গ্রহণ করেছেন বিষয় বিজ্ঞ জেলা জজ, ঢাকার উপরিল্লিখিত আদেশটি হস্তক্ষেপে যোগ্য। অত্র রুলটি চূড়ান্ত যোগ্য।

২৭. অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি বিনা খরচায় চূড়ান্ত করা হলো।

২৮. বিজ্ঞ জেলা জজ, ঢাকা কর্তৃক আরবিট্রেশন মিস কেস নং ১৬৬/২০২১-এ দরখাস্তকারী আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর ১৮৮ দিন বিলম্বের দরখাস্ত গ্রহণ এবং বিলম্ব মার্জনা করে প্রদত্ত আদেশ বেআইনী ও এখতিয়ারবিহীন ঘোষণাক্রমে এতদ্বারা বাতিল করা হলো। মিস কেস নং ১৬৬/২০২১ এতদ্বারা সরাসরি খারিজ করা হলো।

২৯. অত্র রায়ের অনুলিপি সহ নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরণ করা হউক।